আল্লামা ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী (র.)

نالۂ قلندر

নালায়ে কলন্দর

কাব্যানুবাদ : মাওলানা কবি রূহুল আমীন খান

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

{وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا
وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [فصلت : 33]

আর কে তার চাইতে কথাবার্তায় বেশী ভাল
যে আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বান করে এবং সৎকর্ম করে
আর বলে, "আমি তো নিশ্চয়ই মুসলিমদের মধ্যেকার"?

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কস্মিনকালেও তোমাদের কাউকে তার নিজের ‘আমাল কক্ষনো নাজাত দিবে না। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকেও না? তিনি বললেনঃ আমাকেও না। তবে আল্লাহ্‌ আমাকে তাঁর রহমত দিয়ে আবৃত রেখেছেন। তোমরা যথারীতি ‘আমাল করে নৈকট্য লাভ কর। তোমরা সকালে, বিকালে এবং রাতের শেষভাগে আল্লাহর ইবাদাত কর। মধ্য পন্থা অবলম্বন কর। মধ্য পন্থা তোমাদেরকে লক্ষ্যে পৌঁছাবে। [বুখারী ও মুসলিম]

পরিবেশনায়

শেখ মোহাম্মদ শাহ্‌ আলম

www.facebook.com/SheikhMSA

নালায়ে কলন্দর

আল্লামা মোঃ আব্দুল লতিফ চৌধুরী
(ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী র.)

কাব্যানুবাদ

মাওলানা কবি রূহুল আমীন খান

পরওয়ানা পাবলিকেশন্স

নালায়ে কলন্দর

আল্লামা মোঃ আব্দুল লতিফ চৌধুরী
(ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী র.)

কাব্যানুবাদ
মাওলানা কবি রূহুল আমীন খান

প্রকাশনা
মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী
পরওয়ানা পাবলিকেশন্স
ফুলতলী ভবন, ১৯/এ, নয়াপল্টন, ঢাকা

প্রকাশকাল
অনুবাদসহ দ্বিতীয় সংস্করণ : অক্টোবর ২০০৩ ইংরেজী
তৃতীয় সংস্করণ : জানুয়ারী ২০১৩ ইংরেজী
চতুর্থ সংস্করণ : রবীউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরী
পৌষ ১৪২২ বাংলা
জানুয়ারী ২০১৬ ইংরেজী

প্রচ্ছদ ও কম্পোজ
পরওয়ানা গ্রাফিক্স

মুদ্রণ
কলম প্রিন্টিং প্রেস
৮১/১, নয়াপল্টন, ঢাকা

মূল্য
১৩০ টাকা মাত্র
৫ পাউন্ড

NALA-E-QOLONDOR (Weeping of Qolondor)
by Allama Muhammad Abdul Latif Chowdhury (Saheb Qiblah Fultoli R.)
Poetical version from Urdu to Bangla by Maulana Ruhul Ameen Khan
Published by Parwana Publications, Fultoli Bhaban.
19/A Nayapaltan, Dhaka-1000.
4th Edition : January 2016.
Price : Tk.130:00. £5.

প্রকাশকের নিবেদন

নালায়ে কলন্দর- কলন্দরের রোদন, আমার মুহতারাম ওয়ালিদ হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)-এর একটি কাব্যগ্রন্থ। উর্দূ ভাষায় রচিত এই কাব্যে হাম্দ-না'ত ছাড়াও ওলী-আউলিয়ার স্মরণে যেমন কবিতা রয়েছে, তেমনি রয়েছে ব্যক্তিগত বেদনাময় অনুভূতি-অনুভবের কবিতাও। মহান আল্লাহ প্রেমে আকণ্ঠ নিবেদিত, আল্লাহর পেয়ারা হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুহব্বতে এবং ওলী-আউলিয়ার স্মরণে আপ্লুত এক অসাধারণ ভক্ত-আশেক প্রাণের আকুতি 'নালায়ে কলন্দর'-এ প্রকাশিত হয়েছে গীতল ছন্দময় শিল্পসুষমায়। এছাড়া, ব্যক্তিগত ভাবচেতনার কবিতাগুলোতেও রয়েছে অধ্যাত্ম-চেতনার অতি সূক্ষ্ম ও উৎকৃষ্ট প্রকাশ। এ ধরণের সমর্পণ ও দীদারের হৃদয় নিংড়ানো ধ্বনিময়তা কেবল সেই স্তরের বুযুর্গগণের পক্ষেই সম্ভব, যে স্তরে নালা বা রোদন মানে নিছক রোদন নয়, বরং নৈকট্যেরও প্রতীক। তবু নালায়ে কলন্দর– এ আগাগোড়া যে রোদন ভরা চেতনা কাব্য সুষমায় নিষিক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে, তার একটি জাগতিক সূত্র-উৎস রয়েছে এই কাব্য রচনার পটভূমিতে।

হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) ১৯৭১-৭৩ সালে সুদীর্ঘ দু'বছর সিলেট কারাগারে থাকাকালীন সীরাত, তাফসীর, আকাঈদ ও তাসাউফ বিষয়ে বেশ কিছু অতি মূল্যবান কিতাব রচনায় ব্যাপৃত থাকেন। তার মধ্যে রয়েছে- নবী করীম (সা.)-এর সীরাত বিষয়ে 'আল মুনতাখাবুছ ছিয়ার', তাফসীর বিষয়ে- 'আততানবীর আলাত তাফসীর', আকাঈদ বিষয়ে- 'আল ফারাইদ ফিল আকাঈদ', তাসাউফ বিষয়ে 'আনওয়ারুছ ছালিকীন' ইত্যাদি। এই কিতাবাদি রচনা ছাড়াও এ সময় হাম্দ-না'ত সম্বলিত কাব্যগ্রন্থ নালায়ে কলন্দর তিনি রচনা করেন। কলন্দর তিনি নিজের কলমীনাম হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

অন্য কিতাবগুলোর মত উর্দূ ভাষায় এই কাব্যগ্রন্থটির প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী। উর্দূ ভাষায় এই কাব্যগ্রন্থটি সুধীমহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয় মূলতঃ এ গ্রন্থের কাব্যগুণ, ভাবসম্পদ ও অধ্যাত্মচেতনার অতি সূক্ষ্মতর বিন্যাসের জন্য। সাথে সাথে দেশে ও বিদেশে পাঠক মহলের তরফ থেকে নালায়ে কলন্দর বাংলায় ভাষান্তরিত করে প্রকাশের জন্য তাকীদ আসে। নালায়ে কলন্দর বাংলা তরজমা করে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৭ সালে। কবি সৈয়দ শামসুল হুদা এই কাব্যানুবাদ করেন। এই সংস্করণ শেষ হয়ে গেলে পুণরায় মুদ্রণের প্রয়োজন দেখা দেয়। তবে, যেহেতে উর্দূ ভাষায় রচিত প্রতিটি হাম্‌দ-না'ত এ গজলের সুর রয়েছে, তাই অনুবাদ গজল আকারে করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন অনেকেই।

আমাদের দেশের খ্যাতিমান কবি ও ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা কবি রূহুল আমীন খান (নির্বাহী সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব) এই বইয়ের হাম্‌দ-না'তগুলো ছন্দ-সুর মূলানুগ রেখে অনুবাদ করার সম্মতি জানিয়ে অতি দ্রুততার সাথে তা আঞ্জাম দিয়ে আমাদের কৃতার্থ করেন। উর্দূ মূল কিতাবের সাথে সাতটি হাম্‌দ-না'ত সংযোজিত রয়েছে, যা ছাহেব কিবলাহ (র.) বিভিন্ন সময়ে মক্কা-মদীনা শরীফ সফরকালে রচনা করেন। নতুন অনুবাদসহ এই সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহ তা'আলার দরবারে শোকর আদায় করছি। সেই সাথে দয়াময়ের নিকট এই মুনাজাত, তিনি যেন এই প্রচেষ্টাকে সার্থক করেন এবং মুহতারাম ওয়ালিদ হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ্ (র.) কে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করেন। আমীন!

প্রকাশক

দুটি কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

'নালায়ে কলন্দর' আমার জীবনের এক সংকটময় মুহূর্তের রচনা। পৃথিবীতে মানুষের সফর স্থায়ী হয় না। স্বল্পস্থায়ী এই জীবনে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা পাশাপাশি থাকে, এই জগতের স্বাদ যাতে মানুষ পুরোপুরি পেতে পারে। রাত-দিন যেমন মহান আল্লাহ্‌র হুকুমে আবর্তিত, তেমনি প্রতিটি মুহূর্তও তাঁরই ইচ্ছায় চলমান। তদুপরি, দুঃখের পশ্চাতে, বেদনার অপর পিঠে, সংকটের অবসানে কি আছে, তা আলেমুল গায়েবই ভাল জানেন। কাজেই, মানবের কাজ সময়ের প্রতিটি পল-অনুপলের সদ্বব্যবহার করা, আল্লাহ্‌ এবং তাঁর পেয়ারা হাবীব (সা.)-এর নৈকট্য লাভের চেতনা ও আকৃতিকে কলবে জারী রাখা। সেই সাথে খিদমতে খাল্‌ক-এ নিজেকে যতদূর সম্ভব ব্যাপৃত রাখা। আর এর মধ্য দিয়েই মানব জীবনে সঞ্চিত হয় পরকালের পাথেয়।

কুরআন ও সুন্নাহ-এ দুয়ের চর্চা ও অনুশীলনের দ্বারাই মানব জীবন আবাদ হয়। এই আবাদের কাজটি সর্বাবস্থায় প্রতি মুহূর্তে জারী রাখা মুমিন বান্দাহর জীবনে প্রাত্যহিক কাজ। কেননা রোজ হাশরে আল্লাহর দরবারে প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব পেশ করতে হবে। এটাই মানব জীবনের সাকুল্য বৈশিষ্ট্য-যা আল্লাহর মহৎ ইচ্ছাকেই প্রতিফলিত করে।

বাংলা রূপান্তরসহ নালায়ে কলন্দর-এর বর্ধিত সংস্করণ প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে এ কথা বলতে হচ্ছে এজন্যই যে, এই কাব্যগ্রন্থটি রচনার একটি পটভূমি আছে। এটা রচনাকালে সেই ১৯৭১-৭৩ পর্যন্ত প্রায় ২৪ মাস আমি সিলেট কারাগারে বন্দী ছিলাম। মুমিনের জীবনে বন্দীদশা নতুন নয়, অভাবিতও নয়। কেননা, মুমীনের সততা, নিষ্ঠা ও কর্মধারার সাথে দুনিয়াবী ধ্যান-ধারণা বা কর্মপ্রবাহের কখনো কোনো সংঘাত দেখা দেবে না, এমন নয়। বন্দীত্ব অথবা মুক্তির প্রকৃত রহস্য মহান আল্লাহই ভাল জানেন। কাজেই, বন্দীকালীন সময়টুকু সদ্ব্যবহার করার খেয়াল স্বাভাবিকভাবেই আমার মনে জেগেছে। সেই খেয়াল থেকেই কয়েদীদের মধ্যে যারা উৎসাহী তাদের ছহীহ উচ্চারণে আল কুরআন পাঠের জন্য বিশুদ্ধ কিরাত শিক্ষাদানের উদ্যোগ নেই। পর্যায়ক্রমে এটি একটি নিয়মিত দারসে পরিণত হয়। বন্দীদের মধ্যে তৎকালে অনেক উলামায়ে কিরামও ছিলেন। তাঁরাও শরীক হন এই দারসে। কিরাত বিষয়ে আমার মক্কা শরীফের ওস্তাদ রঈসুল কুররা হযরত শায়খ আহমদ হিজাযী (রহ.)-এর নিয়ম-পদ্ধতি অনুসারে আমি কিরাত শিক্ষা দিতে থাকি।

এরপরও যথেষ্ট অবসর থাকতো। সেই অবসর সময়টকুতে পেয়ারা নবী (সা.)-এর সীরাত বিষয়ে একখানা কিতাব রচনায় মনোযোগী হই। সিলেট জেলের তৎকালীন সুপার অলি আহাদ সাহেবের একান্ত সহযোগিতা আমার এ কাজকে সহজ করে তোলে। ছয় শ' পৃষ্ঠার সীরাত গ্রন্থ 'আল মুনতাখাবুছ ছিয়ার' সমাপ্ত করি। পরবর্তীতে ৩ খণ্ডে এই কিতাব প্রকাশিত হয়েছে। পর্যায়ক্রমে আকাঈদ, তাসাউফ এবং তাফসীর এসব লেখারও তওফিক আল্লাহ্ আমাকে দান করেন।

এসব কিতাবাদি রচনার ফাঁকে ফাঁকে রাব্বুল আলামীন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শানে কিছু হাম্‌দ ও না'ত লিখি। এ ছাড়া, কিছু ফরিয়াদ, মুনাজাত এবং কিছু অনুভূতি-অনুভবের ছন্দময় একান্ত উচ্চারণও লিপিবদ্ধ করে রাখি। ওলী-আউলিয়ার স্মরণেও কিছু কবিতা লিখি। পরবর্তীতে এসবই 'নালায়ে কলন্দর' নামে কিতাব আকারে প্রকাশিত হয়েছে। আসলে সীরাত, তাফসীর, আকাঈদ, তাসাউফ বিষয়ক লেখালেখি নিয়ে ব্যাপৃত থাকাকালীন একান্তে আমার হৃদয়-কন্দরে যে ভাষাহীন আকুতি জেগেছে, তারই লিখিত রূপ-নালায়ে কলন্দর।

উর্দূ ভাষায় নালায়ে কলন্দর-এর দুটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন মহল থেকে এই কাব্যগ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশের তাকীদও আসতে থাকে। আমার ছোট ছেলে হুছামুদ্দীন চৌধুরীর প্রচেষ্টায় বইটির বাংলা রূপান্তরসহ বর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে লেখা আমার আরো কয়েকটি হাম্‌দ ও না'ত এই বর্ধিত সংস্করণে যুক্ত হয়েছে। 'নালায়ে কলন্দর' এর বাংলা রূপান্তর বিষয়ে আমার বলার বিশেষ কিছু নেই। তবে, এ কথা তো সর্বজনবিদিত যে, কাব্য-কবিতা তথা তাবৎ-কবিতা তো একটি বিশেষ মুহূর্তে একটি হৃদয়ের বিশেষ ভাব-অনুভূতির ভাষারূপ। হৃদয় থেকে হৃদয়ে এই ভাব-অনুভূতির কিছুটা পার্থক্য হওয়াটাই স্বাভাবিক। দ্বিতীয় পর্যায়ে এই ছন্দ সুরে গজল আকারে অনুবাদ করেছেন স্নেহভাজন মাওলানা কবি রূহুল আমীন খান। দুআ করি, আল্লাহ্ তাআলা মকবূল যিন্দেগী নসিব করে তাঁর দু'জাহান কল্যাণকর করুন। সাথে সাথে আমার ছেলে হুছাম এবং তার সংশ্লিষ্ট সকলের জন্যও রইল আমার আন্তরিক দুআ।

মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ চৌধুরী

ফুলতলী
জকিগঞ্জ, সিলেট

অনুবাদকের নিবেদন

আলেমকুল শিরোমনি, আরেফকুল গৌরব, নায়েবে রাসূল (সা.) হযরাতুল আল্লামা আব্দুল লতীফ চৌধুরী ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী দ্বীনী গগনের এক উজ্জল নক্ষত্র। ইলমে নবুবী তথা ইল্‌মে জাহের ও ইল্‌মে বাতেনের সার্থক উত্তরাধিকারী, হযরত শাহ্ জালাল মুজার্রাদ ইয়ামেনীর সঙ্গী হযরত শাহ্ কামাল (রহ.)-এর উত্তরপুরুষ, হযরত মাওলানা কারামত আলী জৈনপুরী (রহ.)-এর আধ্যাত্মিকতার পতাকাবাহী, হযরত শাহ্ বদরপুরী (রহ.)-এর প্রধান খলীফা, মর্দে মুজাহিদ ক্ষণজন্মা এই মহামনীষী আমাদের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এক খাস নিয়ামত। 'নালায়ে কলন্দর' এই মহান ওলীর জীবনের এক সংকটময় মুহূর্তের রচনা। আল্লাহর প্রেমে সমাহিত, রাসূলপ্রেমে নিমজ্জিত আউলিয়া-মোহাব্বতে আপ্লুত, হাকীকতের নূরে উদ্ভাসিত এই মহান তাপসের হৃদয়ের যে ভাব, যে অতিন্দ্রিয় অনুভূতি শব্দ ও ছন্দের অবয়বে 'নালায়ে কলন্দরে' বিধৃত তার আমেজে কেবল আপ্লুত হওয়া যায়, তরজমা করা যায় না, বোধহয় কেউ তার তরজমা করতে পারেন না, আমার মত নগন্যতো নয়ই। তবু তাঁর সুযোগ্য ছাহেবজাদা প্রিয়ভাই কর্মবীর মাওলানা হুছামুদ্দীন চৌধুরী এই অমিয় সুধার কাব্যানুবাদের প্রস্তাব যখন পেশ করলেন তখন অক্ষমতা সত্ত্বেও আমি কেবল এর সাথে নিজেকে যুক্ত করার সৌভাগ্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষায় সানন্দে রাজী হয়ে গেলাম।

আমি যতদিন নালায়ে কলন্দরের কাব্যানুবাদে সমাহিত ছিলাম ততদিন ছাহেব কিবলাহ্ ফুলতলীর আধ্যাত্মিকতার অনির্বচনীয় স্পর্শ অনুভব করেছি, মনের পর্দায় তাঁর উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করেছি। এটাই আমার পরম প্রাপ্তি।

হাকীকত, মা'রেফতের কিছু কিছু পারিভাষিক শব্দের ভাব বহনোপযোগী বাংলা শব্দ না পেয়ে আমি তা অনুবাদের ব্যর্থ চেষ্টা করিনি, হুবহু রেখে দিয়েছি, এটুকু আমার কৈফিয়ত। সার্থকতার কোন দাবী আমি করি না, কেবল কবূলিয়তের জন্য ফরিয়াদ জানাই রাব্বুল আলামীনের দরবারে।

বিনীত

রুহুল আমীন খান

সূচীপত্র

حمد باری تعالیٰ عزّ اسمہٗ

حمد کیسے کر سکوں یہ کام ہے ابرار کا ∴ ہے نمائش خلق عالم مخزنِ اسرار کا
ہے جہاں کا سب اُجالا اِک تجلّیٔ ذات کی ∴ جنسِ انساں پر تجلّی احمدِ مختار کا
نورِ احمدؐ سے اُجالا کر دلِ تاریک کو ∴ ہے پیاسا دِل میرا اِس شربتِ دیدار کا
عرش سے تا فرش کارِ کارسازِ بے نیاز ∴ ہے نمونہ احمدِ مختار خُلقِ ذات کا
خوئے یزدی خوئے احمدؐ میں نمایاں ہو گیا ∴ خلق احمد کارسازی کی نہایت کار کا
ہے خلاصہ خلقِ عالم کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ ∴ خلقِ خلقت ہے تعارف کی سبب اللہ کا
باعثِ پیدائشِ ارض و سما احمدؐ ہی ہے ∴ ہے شفاعت باعثِ بخشائشِ بدکار کا
رکھ اُمیدِ دل قلندر حشر کی کرتا رہے ∴ ہے شفاعت کی اجازت احمدِ مختار کا

احمدِ مختار تجھ کو حشر میں گر دیکھ لے
لاج اُن کو ہے کہ تو ہو قابلِ پٹکار کا

✤

সিলেট কারাগার : ১৯৭২

হাম্‌দ

তোমার তারীফ করার ক্ষমতা
রাখেন কেবল ওলী ও আব্‌রার[১]
কুল আলমে সবার মাঝে
প্রকাশ তোমার রূপ মহিমার ।।
নিখিল সৃষ্টি বিশ্বভুবন
তোমার জাতের নূরেতে রওশন
ধন্য মানব করিয়া হাসিল
নূর মোবারক রাসূলে খোদার ।।
আয় খোদা! নূর-পরশে নবীর
উজালা করো মনের-তিমির
করো গো শীতল তৃষিত হৃদয়
দান করে তার শরাবে দীদার ।।
আরশ থেকে মাটি এ ধরার
সৃজনলীলার চারু সমাহার
খোদায়ী স্বভাবের নমুনা আহমাদ
অসিলা তিনি খোদাকে পাবার ।।
গুণ-গরিমা যতো ইলাহির
বিকশিত সব স্বভাবে নবীর
মোহাম্মদ মোস্‌তাফা প্রতীক
লা-শরীক আল্লা'কে চিনবার ।।
মোহাম্মদ মোস্‌তাফার জন্য
সকল সৃষ্টি— নিখিল ধন্য
কেবলি ভরসা তাঁর শাফায়াত
পাপী তাপীদের তরিয়ে যাবার ।।
ভয় করোনা হে কলন্দর
ভরসা রাখো হৃদয় মাঝার
হাশরের কাণ্ডারী হযরত
শাফায়াতের সেইতো মোখ্‌তার ।।
দয়াল নবী দেখিয়া তোমায়
হাশরে যেন শরম না পায়
তাহার প্রেমে বিলাও জীবন
হও হুঁশিয়ার হে কলন্দর ।।

১. আবরার ঃ পুণ্যবানগণ

نعتِ رسُول صلی اللہ علیہ وسلم

رنگ لایا ہے جہاں میں سیّدِ ابرار سے
گلشنِ عالم اُجالا گلبنِ اسرار سے

روئے خورشیدِ رسالت ہے درخشندہ جہاں
ہے شعاعِ نور افزا مخزنِ انوار سے

مظہرِ انوارِ وحدت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفےٰ
گنجِ عرفاں راز داری سازِ ہے اقرار سے

ذاتِ احمد کی تجلّی ہے معلّق عرش سے
ہے صدائے مرحبا غلمان سے احرار سے

نورِ ذاتی نورِ احمدؐ میں فرق اتنا ہی ہے
آفریدہ نورِ احمدؐ ذات کی انوار سے

شمس و قمر برگ و شجر مدح رسالت میں ہے
آفریں سب آفریں ہے ذاتِ کردگار سے

خاکِ یثرب ہے منوّر نورِ احمدؐ سے سدا
ہے تجلّی لے قلندر سیّد کونین سے

☘

সিলেট কারাগার : ১৯৭২

না'ত-এ রাসূল (সা.)

বিশ্বনবীর আবির্ভাবে জাগল মহাসাড়া
হাসল কুসুম বিশ্বভুবন পুলক মাতোয়ারা।
রিসালতের সৌরকরে হাসল ভূমন্ডল
সে নূর মেখে হলো সবাই দীপ্ত সমুজ্জ্বল।
খোদার নূরের বিকাশ-ভূমি মোহাম্মদ রাসূল
মা'রেফতের তত্ত্বভেদের তিনিই আদিমূল।
মোহাম্মদের নূর শোভা পায় আরশে মোয়াল্লায়
জান্নাতে সব হুর-গেলেমান নান্দী তাঁহার গায়।
খোদার নূরে— নবীর নূরে এইটু' ফরক— দূর
সৃষ্টি খোদার নূরের দ্বারা মোহাম্মদের নূর।
রবি-শশী, বৃক্ষ-লতা গাইছে নবীর গান
নবীর নূরের দ্বারাই হলো পয়দা দোজাহান।
নবীর নূরে নূরান্বিত ইয়াসরিবের[১] মাটি
হে কলন্দর সে নূর মেখে হও নূরানী— খাঁটি।

১.ইয়াসবির ঃ মদীনা শরীফ।

قصیدۂ نعتیہ

محمد ﷺ ہے خورشیدِ[1] سپہر سب اختر[2]
محمد ﷺ ہے محبوب بیچون داور

عرش کی نصیب جلالت محمد ﷺ
ملائک کو بہراوری ہے محمد ﷺ

دو عالم میں سارا ہیں محروم رحمت
خدا سے لئے بانٹتے ہے محمد ﷺ

اَحد سے ہے احمد میں اتنی جُدائی
کہ میم جُدائی الگ کی خُدائی (تعالیٰ)

اسی سے اشارہ کہ احمد ﷺ ہے مخلوق
وگرنہ ہے مُظہر وہ ذاتِ خُدائی

خدا کو جو دیکھے محمد ﷺ سے دیکھے
بجز ذاتِ احمد حجابِ جُدائی

قلندر نظر روزن پاک پہ رکھ
وہاں پہ ہے ساری عنایت خدائی

۱۔ اصل میں خورشید بمعنی سورج۔ ۲۔ اختر۔ تارا۔

নবী-প্রশস্তি

মুহাম্মদ মোস্‌তাফা আফতাব[১]
সিতারা[২] নবী সবাই
মোহাম্মদ পিয়ারা আল্লার
তাঁর সমতুল কেহ নাই ।
ধন্য হলো আরশ খোদার
পেয়ে দীদার মোস্তফার
খোশনসীব ফেরেশতাকুলের
লভিয়া তাঁহার দীদার ।
খোদার রহমত পাবার আশে
কুল[৩] আলম পাগলপারা
নবী বিলান সর্বজনে
সেই পূত রহমত-ধারা ।
আহাদ ও আহমাদের মাঝে
কেবল ফরক এই তো ভাই
মীম রয়েছে আহ্‌মাদে আর
আহাদে সেই মীমটি নাই ।
ইশারা এই— স্রষ্টা আহাদ
আর আহমাদ সৃষ্টি তার
নূরেখোদার প্রকাশ ভূমি
সত্তা নবী মুস্তফার ।
লা-শরীক আল্লা'কে যে জন
এই দুনিয়ায় দেখতে চায় ।
সে যেন তাঁর নূরের প্রতীক
আহমাদের পানে তাকায় ।
তাকিয়ে থাকো হে কলন্দর
সদা তাঁর রওয়া-পানে
খোদার নিয়ামত দান এনায়েত[৩]
সঞ্চিত সব সেইখানে ।

১. আফতাব ঃ সূর্য ২. সিতারা ঃ নক্ষত্র, তারকা ৩. কুল ঃ সারা, সমস্ত ৪. এনায়েত ঃ দয়া, দান

پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم

نورِ نظرِ عاشقاں اللہ کا پیارا رسول ؛ دستگیرِ بیکساں اللہ کا پیارا رسولؐ

جانکنی کی ہول میں اُمّت پریشاں جب رہے ؛ عاشقوں کے سامنے ہو رونما پیارا رسولؐ

گور کی وحشت کدہ[1] میں آئے جب منکر نکیر ؛ اُمّتِ گرویدہ کا ہو سامنے پیارا رسولؐ

ہو نخستی روزِ محشر جب خدا کے سامنے ؛ سر گرائے روبروِ عرش خدا پیارا رسولؐ

سر بہ سجدہ مغفرتِ اُمّت کی خواہاں ہو رسول ؛ حکم ہوگا سر اُٹھا لو سجدہ سے پیارا رسولؐ

تم جہاں تک ہو پریشاں خاک پر رکھے جبیں ؛ ملتوی دیوانِ محشر رہے پیارا رسولؐ

ہیں شفاعت کی اجازت عام تمکو دیدیا ؛ خواستگاری رد نہ ہوگی جو کرو پیارا رسولؐ

بخششِ اُمّت میری ہو اے خدا یہ عرض ہے ؛ ذاتِ باری سے تسلّی دینگے اے پیارا رسولؐ

اُمّتوں سے تم نہ ہو شرمندہ ہرگز حشر میں ؛ مجرموں کی ہے خلاصی گر کہو پیارا رسولؐ

تلملائے[2] ہو پیاسا حشر میں اُمّتِ رسول ؛ حوضِ کوثر سے پلائے ہاتھ سے پیارا رسولؐ

دل میں تیرے رکھ قلندر التجا دستِ کرم ؛ موجزن بحرِ کرم ہے تو بنے پیارا رسولؐ

اُمّتِ عاصی کی بخشش عرض ہے تجھ سے خدا
بارہا یہ التجا پیشی کرے پیارا رسولؐ

---

[1] وحشت کدہ۔ ہولناک جگہ۔ [2] تلملائے۔ بیقرار۔

সিলেট কারাগার : ১৯৭২

প্রিয় রাসূল (সা.)

আশেকগণের নয়ন-জ্যোতি
আল্লাহর প্রিয় রাসূল
অসহায় ও অভাগাদের
পরম শরণ বিপদ কালের
আল্লাহর প্রিয় রাসূল ।।

কঠোর কঠিন বিপদে যখন
উম্মত হয় পেরেশান
নিকটে তখন আশিকগণের
বাড়িয়ে দু'হাত হন গো হাজের
আল্লাহর প্রিয় রাসূল ।।

ভয়াল ভীষণ কবরে যখন
পৌঁছেন মুন্‌কার নকীর
উম্মতের সে কঠিন সময়
আঁধার কবরে হন গো উদয়
আল্লাহর প্রিয় রাসূল ।।

ভীষণ হাশরে খোদার হুজুরে[১]
সব যখন হবে হাজির
তখনি ত্রস্তে যাবে গো ছুটিয়া
আরশ তলে পড়িবে লুটিয়া
কাণ্ডারী দয়াল রাসূল ।।

সজুদে থাকিয়া গুণা-খাতা মাফ
চা'বে গুনাগার উম্মাতের
হুকুম তখন হবে ইলাহীর
তোলো তোলো শির হয়ো না অধীর
হে আমার প্রিয় রাসূল ।।

তুমি যতোক্ষণ থাকিবে এভাবে
সিজদাতে লুটিয়ে শির
হিসাব-নিকাশ বিচার-আচার
মুলতবী সব থাকিবে আমার
হে আমার প্রিয় রাসূল ।।

কহিবে নবীজী উম্মা'কে মোর
মাফ করে দাও আয় খোদা
তখনি মাওলা কাদের গনি
শুনিয়ে দিবেন অভয় বাণী
শান্ত হও প্রিয় রাসূল ।।

হাশর মাঠে তোমার উম্মত
কেউ হবেনা লজ্জিত
তুমি শাফায়াত করিবে যাকে
আমিও ক্ষমা করিব তাকে
হে আমার প্রিয় রাসূল ।।
দারুন পিয়াসে উম্মা' যখন
হবে হাশরে লবেজান[১]
কাওসারের সে অমীয় পানি
পান করাবেন তখনি আনি
সাকীয়ে[২] কাওসার রাসূল ।।
হে কলন্দর হৃদয় মাঝে
ভরসা রেখো তাঁর দয়ার
সে দয়া-সাগর ঊর্মী মুখর
এখন কেবল উচিৎ তোমার
হওয়া আশিকে রাসূল ।।

১. লবেজান ঃ ওষ্ঠাগত প্রাণ, হয়রান ২. সাকী ঃ পান করানেওয়ালা

مِیلادُ النّبی صلّی اللہ علیہ وسلّم

چمک اُٹھا مُقدّر کا ستارا عالمیں ایکدم

رکھا جب فرش پر پائے نبی دُرّ بنی آدم

خریفی باد سے جب گر گئی برگ و گل عالم

ربیعی باد سے بار دیگر تازہ ہُوا عالم

رکھا مکنون عالم کی بصارت سے زمانہ تک

ہویدا ہو گیا دُر یگانہ شاد مُعلّٰی تک

خدا ہے رَبّ عالم پھر محمّد صلی اللہ علیہ وسلّم رحمتِ عالم

جہاں ذاتِ الٰہی رَبّ وہاں وہ رحمتِ عالم

رکھا مکنون وحدت میں جمالِ ذاتِ احمد کا

نمایا ہو گیا ثمرہ بہارِ باغِ وحدت کا

مقدم تھا سب ہی پر خلق میں وہ ذات نورانی

ظہور نور میں تاخیر یہ حکمت ذاتِ یزدانی

حجاب اس نُور سے باعث ہوا اہلِ جہنّم کا

حصُولِ نُورِ احمد ہے کمالِ خلق عالم کا

تیری آنکھیں کرے روشن قلندر نُورِ احمد سے

تجھے پروا نہیں ہرگز سزا نارِ جہنّم کا

মীলাদুন্নবী (সা.)

চকমকিয়ে উঠ্‌ল জ্বলে বিশ্বলোকের ভাগ্য-তারা
মানব-রতন নবী যখন এলেন ধরায় জাগল সাড়া ।
বিশ্ববাগের কুসুম কলি ঝরল যখন হিমেল ঝড়ে
এলো নবীন বসন্ত ফের আসলে নবী ধরার 'পরে ।
মুক্তো ছিল বিশ্বলোকের দৃষ্টি আড়াল গুপ্ত দূরে
আবির্ভাবে সেই মুকুতার আরশ-ফরশ[১] হাসল নূরে ।
বিশ্বপালক আল্লা'তালা রহম সেথা দয়াল নবী
যেইখানে রব আল্লা'তালা রহম সেথা রসূল-রবি ।
মোহাম্মদের সত্তা-জ্যোতি দীপ্ত আহাদমোতির মাঝে
আল্লা' আহাদ গুলিস্তানে গুল আহমাদ ওই বিরাজে ।
সৃজনলীলার আদিম তিনি সৃষ্টি তাঁহার সবার আগে
জহুর[২] তাঁহার সবার শেষে এই দুনিয়ার মানব বাগে ।
নবীর সে নূর দেখল না যে নিবাস তাহার জাহান্নামে
যে খোশনসীব দেখল সে নূর শান উঁচু তার সব মাকামে[৩] ।
হে কলন্দর নয়ন তোমার করো উজাল নবীর নূরে
নাই পরোয়া জাহান্নামের শাস্তি সাজা থাকবে দূরে ।

১. ফরশ ঃ দুনিয়া, ভূভাগ ২. জহুর ঃ প্রকাশ ৩. মাকাম ঃ স্থান

ھدیۂ سلام

بدربارِ رسالت

سلام اے رحمتِ عالم ملائک ربّ سبھی کا ہو
غلامِ بے وفا بدنام کا تسلیم گورا ہو
غریبوں کا گذر یا ربّ درِ دولت مدینہ ہو
قدم گاہِ نبی دیکھ کر تڑپ دل کی سکینہ ہو
غبارِ یا رسول اللہ میری آنکھوں کا سرمہ ہو
ہمے روضہ کے درسن سے دلِ تاریک اُجالا ہو
میرے آقا میرے مولٰی بہت دوری سے آیا ہوں
نظر مجھ پر کرم کا ہو میری قسمت اُجالا ہو
تمھاری در کا مہمان ہوں گدائی در پہ لایا ہوں
تہی زنبیل حاجت کو درِ دولت پہ لایا ہوں

মক্কা শরীফ : ১৯৯১

রাসূল (সা.)-এর প্রতি সালাম আরজ

রব[১]-মালায়েক[২] সবার সালাম তোমায় হে রহমতের নবী
এই অধমের সালাম কবূল করো করো নূরের রবি ।
পাক মদীনায় যাবার তৌফিক গরীবদেরে দাও খোদা দাও
জিয়ারাতে কদমগা[৩] তাঁর সব তাপিত পরান জুড়াও ।
নবীর কদমধূলো চোখের বানাও সুরমা বারী তালা
তাঁর মোবারক রওজা দেখে হোক এ আঁধার দিল উজালা ।
সুদূর পান্থ পাড়ি দিয়ে হাজির আমি আকা[৪] মাওলা[৫]
দয়ার চোখে তাকাও তুমি ভাগ্য আমার হোক উজালা ।
তোমার মেহ্‌মান শূণ্য ঝোলা নিয়ে হাজির শাহী দ্বারে
তোমার দয়ার ভিখারী সে করিও না নিরাশ তারে ।

১. রব ঃ প্রতিপালক, আল্লাহ তা'লা । ২. মালায়েক ঃ ফেরেশতাগণ , ৩. কদমগা ঃ পা রাখার স্থান, ব্যপকার্থে আবাসস্থল, ৪. আকা: মনিব, মালিক, ৫. মাওলা : প্রভু, অভিভাবক ।

کملی والا

تمھارا نام جب ہے محمّد تم سے جگ ہے اُجالا
کوئی کہے محبوبِ خدا کوئی تو کملی والا

خدا نے تم کو نُور سے بنایا شکل بشر بنا کر دیکھایا
دنیا میں تم ہو راج والا حشر میں تم تاج والا

دنیا ہے سارا تمہارا وسیلہ خدا کی رحمت تمھی سے ملا
عرش و فرش کو تم سے شرف تم خُدا کا راز والا

راج خدائی کی تمھی ہو نعمت تمھاری کارن خدائی دولت
سب ہی کو تم سے ملی ہے عزت تم نبی ہو شان والا

حشر میں ہمکو تمھی نبھانا ہمھی تو ہوں جب تمہاری اُمّت
دامن کو ہم نہیں چھوڑینگے تمھی تو ہو جب شفاعت والا

☙

কামলীওয়ালা

মোহাম্মদ মোস্তফার নূরে
কুল[১] জাহান উজালা

(তাঁরে) কেউ বলে মাহবূবে খোদা
কেউবা কামলী ওয়ালা ।।

নূর দিয়ে বানালেন তোমায় ফের মানুষের সুরতে
এই দুনিয়ায় পাঠাইলেন তোমায় খোদাতালা ।।

দুনিয়াতে রাজওয়ালা[২] তুমি তাজওয়ালা[৩] রোজ হাশরে
তোমার তরে বিশ্ব তুমি খোদা পাবার অসিলা ।।

খোদায়ী ভেদের তত্ত্বজ্ঞানী, দৌলত, নিয়ামত সব কিছু
পায় সকলে তোমার জন্য, পায় যে বিজয় মালা ।।

পার করে নিও হাশরে আমরা যে উম্মত তোমার
ছাড়বনা দামান[৪] তোমার কেউ আয় শাফায়াত ওয়ালা ।।

১. কুল ঃ সারা, সমগ্র ২. রাজওয়ালা ঃ অধিপতি, সম্রাট ৩. তাজওয়ালা ঃ মুকুটধারী
৪. দামান ঃ পোশাকের নিচের অংশ, আঁচল, দামনগীর, অঞ্চলধারী, সাহায্য প্রার্থী ।

دستِ کرم

جاں کنی کے سامنے چہرا دیکھا لینا مجھے
سینہ پہ دستِ کرم راکھ کے بیٹھا لینا مجھے

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حشر میں ساتھی بنا لینا مجھے
روز محشر دست اپنے سے بلا لینا مجھے

اُمتوں میں بے نوا مجھسا اور کوئی نہیں
شرمسار ہم اپنی دامن میں چھپا لینا مجھے

جب ترازو کے کنارے آپ ہی ہونگے کھڑا
دامنِ رحمت میں اس دم میں چھپا لینا مجھے

راہ جنّت میں ہمیں جب روک لے کرّوبیاں
ساتھ اپنی اُمتوں کے لے بُلا لینا مجھے

ہو پریشاں حشر میں جب اُمّت کل انبیأ
اس تعارف کے وقت اُمّت میں گِن لینا مجھے

ہو اگر اُمّت قلندر تجھکو کیا پھر فکر ہے
عاصیوں میں گرچہ ہوں میں پھر چھڑا لینگے مجھے

দয়ার্দ হাত

মরণকালে দেখাও আমায় রাসূল তোমার চাঁদবদন
সিনায় রেখো হাত মুবারক করো আমার ভয় হরণ ।
রোজ হাশরে সাথী করে নিও গো তোমার সাথে
পিলাইও আবে কাওসার দয়া করে নিজ হাতে ।
আমার মত কেউ অসহায় উম্মা' মাঝে নেই যে আর
দয়ার চাদর দিয়ে তোমার ঢেকে দিও লাজ আমার ।
মীযানের সম্মুখে যখন দাঁড়াইব হে দয়াল
রক্ষা করো, রেখো আমায় তোমার চাদর-অন্তরাল ।
ফেরেশতারা যখন আমার রুখবে রাহা[১] জান্নাতের
নিও তখন সঙ্গী করে সাথে সকল উম্মতের ।
হবে যখন সকল নবীর উম্মতেরা পেরেশান
পরিচয় দানিয়া সেদিন করো আমায় অভয় দান ।
উম্মত তাঁহার হও গো যদি হে কলন্দর ভয় কি আর
পাপী তুমি হলেও তোমায় নিবেন করে সেদিন পার ।

১. *রাহা : রাস্তা*

ارمان

دِل مرا مشتاق ہے دیدارِ مدینہ
تسلیم روضہ سے ملے دِل بس سکینہ

اے رب تیرے محبوب کا دیدار دیکھا دے
دِل میرے کو مخزنِ اسرار بنا دے

آفاق سے آتا ہے صدا ہدیۂ تسلیم
دل پہ گدا کرنے آیا اپنے کو تسلیم

خاک مدینہ ہمے محبوب جہاں ہے
دِل فدا جس خاک پہ محبوب خدا ہے

ملجائے مشتاق کو گر بوئے پسینہ
مرکزِ انوار ہم اسرار ہو سینہ

نظرِ کرم دِل میں لئے در پہ آیا ہوں
زنبیل گدائی لئے میں در پہ کھڑا ہوں

☙

মক্কা শরীফ : ১৯৯১

প্রত্যাশা

মন যে আমার পাগলপারা দেখতে মদীনা
রওজাতে তাসলীমে[১] আসে হৃদে সকীনা[২] ।
প্রভু আমায় দাওগো দীদার তোমার পিয়ারার
কলব[৩] আমার মা'রেফতের বানাও গো ভাণ্ডার ।
সারে জাহাঁ থেকে আসে সালামী ঢৌকন
এলো অধম করতে তোমায় আত্মসমর্পণ ।
বিশ্বভুবন থেকে প্রিয় খাক[৪] মদীনার
সে খাক তরে ফিদা[৫] যেথায় পিয়ারা খোদার ।
আশেক যদি লভে তোমার খোশবু পছিনার[৫]
বক্ষ নূরে মা'রেফতের কেন্দ্র হবে তার ।
ভিখের ঝুলি নিয়ে গো দীন[৬] দরবারে হাজির
দাও থোরা দাও দয়ার নজর বন্ধু ইলাহির ।

---

১. তাসলীম ঃ সালাম ২. সকীনা ঃ প্রশান্তি ৩. কলব ঃ অন্তর, হৃদয়
৪. খাক ঃ মাটি ৫. ফিদা ঃ উৎসর্গিত ৬. পছিনা ঃ ঘাম ৭. দীন ঃ ভিখারী

زیارت

دل میرا بیمار فرقت حسرتِ کوئے رسولؐ
سر بسودہ[1] اشتیاق نکہتِ[2] بوئے رسولؐ

اشتیاق دید دل میں رونقِ رُوئے رسولؐ
زیبِ تن میرا خدا ہو برکتِ خوئے رسولؐ

ہے تمنّا دل میں ساری زندگی دیدار کی
حسرتِ دل رہگیا جانا مجھے کوئے[3] رسولؐ

آنکھ کی سُرمہ ہماری خاکِ پائے زائراں
ہو شمیم بوئے دستِ زائر کوئے رسولؐ

چشمہائے کور[4] روشن کردیا نظرِ رسولؐ
نورِ چشمِ عاشقاں ہے برکتِ موئے رسولؐ

لو لگائے رکھ قلندر روضۂ طیبہ سے تو
ہو کبھی نظرِ عنایت تجھ پہ پرتوئے[5] رسولؐ

دے مٹا حسرت مری ہے آرزو دیدار کی
خوابگاہ اس در پہ ہوتا دیکھ لوں روئے رسولؐ

۱۔ سر بسودہ۔ دردسر۔ ۲۔ کوئے۔ گلی۔ ۳۔ نکہت۔ خوشبو۔ ۴۔ کور۔ اندھا۔ ۵۔ پرتو۔ سایہ

সিলেট কারাগার : ১৯৭২

জিয়ারত

নবীর গলির বিরহ-ব্যথায়
হৃদয় আমার বেকারার[১]
ব্যাকুল এ মন করিতে হাসিল
মাতোয়ালা খোশবু তার ।।

অধীর আকুল হৃদয় আমার
দেখিতে চমক তাঁর চেহারার
ভূষিত করো দেহ-মন মোর
আয় খোদা খাসলাতে[২] তাঁর ।।

সারা জীবনের বাসনা আমার
পাব কখন নবীর দীদার
মনের বেদনা রহিল মনেতে
চাহি জিয়ারত মদীনার ।।
চরন ধূলি যায়েরীনের[৩]
সুরমা হবে আমার চোখের
শুঁকিতে দাওগো এলো যে হাওয়া
সুরভি মেখে রওজার ।।

নূর নবীজীর নয়ন-জ্যোতি
অন্ধ চোখে জ্বালায় বাতি
আশিকগণের নয়ন-দ্যোতি
মোবারক চিকুর তাহার ।।

কলন্দর অবিচল নয়নে
তাকিয়ে থাকো রওজা পানে
সহসা ভাগ্যে পারে জুটিতে
নজরেকরম মোস্তফার ।।

ব্যাকুল মনের আরজু আমার
কবুল করো আয় পরোয়ার
নসীবে আমার জুটিয়ে দাওগো
পিয়ারা নবীর দীদার ।।

---

১. বেকারার ঃ অস্থির ২. খাসলাত ঃ চরিত্র ৩. যায়েরীন ঃ জিয়ারত কারীগণ
৪. নজরেকরম ঃ কৃপা দৃষ্টি

نظرِ کرم

کرم کی نظر جب پڑے مجھ پہ مولیٰ
کدورت مقدّر بدل جائے مولیٰ

قرن سے محبّت کا بو مل گیا تھا
ہماری محبّت کا ثمرہ ملے عنایت ہو مولیٰ

گذرگاہ عالم ہے سارا تمہارا
ادھر بھی گذر کا اُمید ہمکو مولیٰ

نہ دیکھے یقیں جب پڑا دل میں میری
کرم کی نہایت ہو دیدار مولیٰ

یہ قدرت نہ ہوتی عنایت خدا کی
ادب ہم کو رکھتا تمنّا سے مولیٰ

قلندر نظر روضۂ پاک پہ رکھ
کرم کی نظر تجھ پر ڈالینگے مولیٰ

করুনা-দৃষ্টি

তোমার দয়ার দৃষ্টি যখন পড়বে আমার ওপরে
বদলে যাবে ভাগ্য আমার সেই করুনার নজরে ।।

করন দেশের ওয়ায়েছকরনী পেলেন মোহাব্বতের ফল
আমার মোহাব্বতের পাওনা দাও খোদা দয়া করে ।।

সর্বক্ষণে সর্বস্থানে মাওলা তোমার বিচরণ
এদিক দিয়ে যাওনা ঘুরে এই আশা মোর অন্তরে ।।

না দেখেও ইয়াকীন যখন হয়েছে দিলে আমার
(তখন) দয়া করে ধন্য আমায় করো তোমার দীদারে ।।

তোমার দয়ায় এই ক্ষমতা না জন্মিলে দিলে মোর
আদব এসে দিত আমার এই বাসনায় বাধা রে ।।

রওজাপাকের পানে সদা দৃষ্টি রেখো কলন্দর
পড়বে তুমি তাহলে ঠিক দয়াল প্রভুর নজরে ।।

اِلتجاء

خدا سے بھیک لیکر ہم مدینہ جانے والا ہے
درِ دولت حبیب اللہ سے آخر کچھ بھی لینا ہے

شرم ذاتِ خدا ہمکو بلا کر خالی پھرنا ہے
درِ پاکِ نبی سے ہم جو ہے ارمان وہ لینا ہے

خداوندا صدا آمد ہماری در پہ پہونچا دے
کہ قافلہ گنہگاراں بہت دوری سے آنا ہے

مقام عرفہ طواف احرام غلامی کا نمونہ ہے
کہ آخر منزلِ مقصود ہمارا طیبہ جانا ہے

محمد صلی اللہ علیہ وسلم قاسم رحمت انہی سے ہم کو لینا ہے
کہ زنبیل گدائی ہے وہاں ساری خدائی ہے

قلندر بھیک لینا ہے خدا سے مانگ کر لے لے
در دولت مدینہ میں تمہارا داد باقی ہے

❀

নিবেদন

মাওলা থেকে ভিক্ষা নিয়ে পাক মদীনায় যেতে চাই
হাবীবুল্লার দরগা থেকে আমরা কিছু পেতে চাই ।।

লাজ তোমারি, ডেকে এনে ফিরাও যদি খালি হাত
বাসনা যা সবই নবীর দরগা থেকে নিতে চাই ।।

খোদা! মোদের আসার খবর নবীজীকে পৌঁছে দাও ।
গুনাগারদের এই কাফেলা আসছে থেকে সুদূর ঠাঁই ।।

ইহরাম, তাওয়াফ, আরফা-উকুফ[১] সব গোলামীর নমুনা
মনযিলে মকসূদ আমাদের হাবীবুল্লার কদম ভাই ।।

মোহাম্মদ রহমতের কাসেম[২] নিতে হবে তাঁর থেকেই
হাতে ভিখের শূণ্য ঝোলা খোদার ভাণ্ডার তাহার ঠাঁই ।।

হে কলন্দর যা নেবার তা খোদার থেকে নাও মেগে
রওজা গিয়ে রোদন ছাড়া করার তোমার কিছু নাই ।।

১. ইহরাম, তাওয়াফ, আরফা-উকুফ ঃ হজের বিভিন্ন কার্যাবলী ২. কাসেম ঃ বন্টনকারী

معراج النبی ﷺ

کل جہاں کو مِل گیا ہے نُورِ احمد ﷺ سے چمک

عرشِ اعلیٰ کو ملا ہے ذاتِ احمد ﷺ سے چمک

معراج گاہِ انبیا و رُسل ہوئی پُشتِ زمیں

پائے احمدؐ سے ملا ہے کُل مُعلّیٰ کو چمک

عرشِ اعلیٰ پر بلانا خاص تھی احمدؐ کی شان

جنّتُ الماویٰ اُجالا ہے محمد ﷺ کا چمک

تھا مُصلّیٰ بیتِ اقصیٰ خوابگاہ بیت الحرم

گامزن[1] ایک بارگی سے شام کو آیا چمک

بیت اقصیٰ سے سما پر ہو گیا اُن کا گزر

مل گیا کروبیاں[2] کو اُنکے قدموں سے چمک

خیر مقدم کے لئے مشتاق تھے کروبیاں

مرحبا سب کو ملا ہے رُوئے احمدؐ سے چمک

منتظر تھا عرش و فرش و سدرہ و لوح و قلم

آفریں سب کے لئے ہے مل گیا سب کو چمک

دِل لگائے رکھ قلندر خاکِ پا احمد سے تو

پرتوِ[3] احمد پڑا جب ہو گیا سب میں چمک

---

[1] گامزن - قدم رکھنا۔ [2] کروبیاں - فرشتے - [3] پرتوے - سایہ

সিলেট কারাগার : ১৯৭২

মি'রাজ স্মরণে

আহমাদের নূরের আভায়
বিশ্বভুবন সমুজ্জ্বল
তাঁর নূরানী সত্তা-লোকে
আরশে নূরের নামল ঢল।।

মিরাজগাহে[১] আম্বিয়াকুল[২]
এলেন নেমে ধরার পর
নবীর চরণ ধূলায় হলো
আরশেআযীম সমুজ্জ্বল।।

আরশেআলায় দাওয়াত পাওয়া
আহমাদের একক শান
মোহাম্মদী নূরের আভায়
মাওয়া বেহেশ্ত সমুজ্জ্বল।।

খাবগা[৩] যে তাঁর কাবার হারাম
আকসা[৪] তাহার জায়নামাজ
আহমাদের কদম চুমিয়া
শামের মাটি সমুজ্জ্বল।।

সফর নবীর আকসা থেকে
সপ্ত আকাশ পথ ধরে
তাঁহার চরণ-পরশ লভি
ফেরেশতাকুল সমুজ্জ্বল।।

মালাইকা[৩] ছিলো অধীর
জানাতে তায় খোশ আমদিদ
পুরল মনের আরজু তাদের
হেরে কদম সমুজ্জ্বল।।

লওহ কলম মুনতাহা আরশ
ছিলো অধীর প্রতীক্ষায়
ধন্য হলো সৃষ্টি জগৎ
পেয়ে সে নূর সমুজ্জ্বল ।।

নবীর কদম ধূলো মেখে
রাখো হৃদে কলন্দর
পরশে তাঁর সব কিছু তোর
হবে নূরে সমুজ্জ্বল ।।

১. মিরাজগাহ ঃ মিরাজের স্থান ২. আম্বিয়াকুল ঃ নবী-রাসূলগণ ৩. খাবগা ঃ স্বপ্ন দেখার স্থান
৪. আকসা ঃ মসজিদে আক্সা-বায়তুল মকদিস ৫. মালাইকা ঃ ফিরিস্তাগণ

لیلۃ المعراج

(سنہ ۱۳۹۳ھ مطابق ۲۹ر اگست سنہ ۱۹۷۳ء)

عجب رنگِ جہاں داری خداوندا جہاں پر ہے
گذرگاہِ بنی آدم فلک پر ہے ملک پر ہے

گذرگاہِ ملائک منتہی سِدرا معلّٰی پر
ہوا منزل حبیبِ کبریا عرشِ معلّٰی ہے

ہوئی معراج سارے انبیا پشتِ زمیں پر دم
عجب ذی النون[1] کا معراج گاہ قعرِ سمندر ہے

ملائک حور و غلماں انبیا بولے مبارک ہے
گذرگاہِ حبیبِ کبریا جب آسماں پر ہے

تمنّا ئیں رہیں سب انبیا افلاک پر ساری
مبارک باد سب بولے زہی قسمت ہماری ہے

ہماری خوش نصیبی ہے رسول اللہ آتے ہیں
ملک بولے رسول اللہ کی آمد خوش گواری ہے

نظر کرّوبیاں کرتے سرورِ عرشِ اعلیٰ ہے
گذر عرشِ بریں پر ہو ہماری بختیاری ہے

مبارک ہے تیرے معراج قلندر خاکِ طیبہ میں
کہ نورِ چہرۂ انور عنایت ذاتِ باری ہے

فلک پر دیکھ کر انبیا سب مرحبا بولے
ہماری خوش نصیبی ہے سما پر آج دُلہاری ہے

---

[1] ذی النون - حضرت یونس علیہ السلام۔

মিরাজ রজনী

কী মহিমা আল্লা' তা'লার মাটির জগৎ ছাড়ি
বনী আদম দূর নীলিমায় শূন্যে দিলেন পাড়ি।
সিদরাতুল মুনতাহা হলো সীমা ফেরেস্তার
আরশে আলা শেষ সীমানা নবী মোস্তফার।
সকল নবীর মিরাজ হলো মাটির দুনিয়ায়
ইউনুছ নবীর মাছের পেটে মিরাজ দরিয়ায়।
নবী যখন আকাশ' পরে করেন পদার্পন
জাগল তখন দিকে দিকে পুলক-শিহরন।
জানান তাঁকে খোশ আমদিদ নবী রসূল সব
মারহাবা মারহাবা ধ্বনি উঠল খুশীর রব।
হুর গেলেমান ফেরেস্তাকুল সবাই মনের খোশে
মোবারক হো, মোবারক হো বলল মহাজোশে।
বলেন সকল নবী রাসূল ছিলাম রাহা চেয়ে
ধন্য হলাম সবাই মোরা আপনাকে আজ পেয়ে।
আহা! আহা! কী খোশনসীব আজকে আমাদের
দীদার পেলাম মেহমানের আর্শে আজীমের।
কন মালায়েক ভাগ্য রবি উঠল মোদের ভালে
খোদার হাবীব এলেন হোথা আরশ সফর কালে।
হে কলন্দর মিরাজ তোমার পাক মদীনার মাটি
নবী পাকের ওই চেহারা খোদার নূরের ঘাঁটি।

پیران پیر

ہے فقیری کی نہایت نام تیسرا دستگیر
مُقتدا ہو اولیاً کا ہے لقب پیران پیر

"قُم باذنِ اللہ" سے مردہ جلایا آپؓ نے
تار برقی سا تجلّی سے جہاں ہوتا مُنیر

اللہ کا محبوب دِل ہے موجزن عِشقِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سَروَرِ کُل اولیاً ہے مُجتبےٰ پیران پیر

یاد میں اللہ کے ڈوبے ہوئے مشغول تھے
یادگاری کیلئے خلوت کدہ کوہ ہے نظیر

آنکھ میں کعبہ لئے بیٹھے رہے مُدّتِ مدید
دِل تجلّی نورِ وَحدت سے ہوئے روشن ضمیر

سنگِ کعبہ پر رہا ہے پردۂ مخملِ حجاب
آشکارا ذات ہر جا شِیر میں جیسا پنیر

سامنے کعبہ جو تھی مطلوب تھی کعبہ نواز
آنکھ پہ عینک ہے جیسا رُوئے صیّاد سُوئے تیر

ذات باری سے تعلق دِل بنا تصویر کش
کھینچ لی باغ مدینہ سے بشارت سے بشیر

بوئے محبوب قلندر ہے نما بغداد میں
نام نامی شہرۂ آفاق اُن کی دستگیر

সিলেট কারাগার : ১৯৭২

পীরানে পীর

গাউসুল আজম আবদুল কাদির পীরানে পীর দস্তগীর
আউলিয়ার মোক্তাদা[১] তুমি বন্ধু মাবুদ ইলাহীর ।।

মুর্দা[২] তুমি করলে যিন্দা বলে 'কুম বিইজনিল্লা'
তোমার বরকী[৩] তাজাল্লীতে[৪] সারে জাহান হয় মুনীর[৫] ।।

খোদার বন্ধু হৃদে তোমার তুফান ইশ্‌কে রাসূলের
ওলীদের শাহান্‌শা' তুমি মুজতাবা[৬] পীরানে পীর ।।

ছিলে তুমি মস্‌ত[৭] ও বিভোর আল্লা' তালার ইয়াদে[৮]
মোরাকেবায় নির্জনতায় বিশ্বে তুমি বেনজীর ।।'

চক্ষে কাবার ছবি নিয়ে ধ্যানে ছিলে দীর্ঘ কাল
খোদার নূরের তাজল্লীতে হইলে গো রৌশনজমীর[৯] ।

কাবার পাথর আছে ঢাকা পর্দা দিয়ে মখ্‌মলের
দুধের প্রতি ফোটার মাঝে সুপ্ত যেমন রয় পনীর ।।

সামনে ছিলো কাবা বটে লক্ষ্য তো 'কাবা নওয়াজ'
চশমা চোখে তবু যেমন তীরই লক্ষ্য শিকারীর ।।

ছিল আল্লা' তালার সাথে টান হৃদয়ের দুর্নিবার
নিয়ে নেন মদীনা থেকে বশারত থেকে বশীর[১০] ।।

মাহবুবের খোশবু কলন্দর বাগদাদের গুল বাগিচায়
কুল আলমে সবার কাছে খ্যাত নামে দস্তগীর ।

১. মোক্তাদা ঃ অনুসরণীয় ২. মুর্দা ঃ মৃতদেহ, লাশ ৩. বরকী, বৈদ্যুতিক ৪.তাজাল্লীতে ঃ জ্যোতিতে
৫. মুনীর ঃ আলোকিত ৬. মুজতাবা ঃ পছন্দনীয় ৭. মসত ঃ আত্মহারা ৮. ইয়াদ ঃ স্মরণ
৯. রওশন জমীর ঃ আলোকিত হৃদয় ১০. বশীর ঃ সুসংবাদদাতা

شکریہ

بر قدومِ میمنت لزوم

حضرت شاہ جلال مجرّد یمنی رحمۃ اللہ علیہ

سایۂ رحمت ہمیں سُلطانِ سلہٹ شاہ جلال ؒ ٭ سرگروہِ اولیاؑ سلطانِ سلہٹ شاہ جلالؒ

کفر کی کالی گھٹا جب خاکِ سلہٹ چھا گئی ٭ فیض باری آ گئی سلطانِ سلہٹ شاہ جلالؒ

خاکِ سلہٹ کی نحوست دور ہونے جب لگی ٭ ابرِ رحمت بھیجدی سلطانِ سلہٹ شاہ جلالؒ

پھول نِکلا تھا نختیں حرّہٗ ارضِ یمن ٭ بوئے گُل پھیلا دیا سلطانِ سلہٹ شاہ جلالؒ

بُت پرستی جس زمیں کی شیوۂ اہلِ زمیں ٭ توحید سے چمکا دیا سلطانِ سلہٹ شاہ جلالؒ

راستے میں جب رُکا تھا سُورما بحرِ عمیق ٭ تھا مُصلّٰی کشتیٔ سُلطانِ سلہٹ شاہ جلالؒ

توڑ دی اذاں سے جس نے منارِ عالی مقام ٭ خادمِ گرویدہ تھا سُلطانِ سلہٹ شاہ جلالؒ

تنبور[1] میں چھوپے ہوئے جب راجہ گور گبند ٭ آڑ میں بتلا دیا سُلطانِ سلہٹ شاہ جلالؒ

یہ کرامت دیکھ کر تسلیم خم راجہ گبند ٭ ہاتھ پر سب دیدیا سلطانِ سلہٹ شاہ جلالؒ

مردُماں حاصِل کئے ہیں سایہ پر اُن کے کمال ٭ ہے مُعطّر آج تک درگاہِ حضرت شاہ جلالؒ

اے قلندر رحمٰن پہ ہے نظرِ عطوفت ذوالجلال

مِل گیا کونین میں سب حشمت و عزّ و جلال

۱؎ تنبور - ڈھول۔

সিলেট কারাগার : ১৯৭২

হযরত শাহ জালাল (র.)

রহমতের ছায়া আমাদের সিলেট-সুলতান শাহ্‌জালাল
বাদশা তুমি পীর ওলীদের সিলেট-সুলতান শাহজালাল ।।

কুফ্‌রী মেঘের ঘনঘটায় সিলেট যখন অন্ধকার
এসে গেলো ফয়জে বারী[১] সিলেট-সুলতান শাহজালাল ।।

ঘনিয়ে এলো সময় যখন পাপ অভিশাপ দূর করার
রহমতী মেঘ রূপে এলেন সিলেট-সুলতান শাহজালাল ।।

ইয়েমেনের গুলিস্তানে ফুটেছিল লাল গোলাপ
সুরভি তার ছড়িয়ে দিলেন সিলেট-সুলতান শাহজালাল ।।

যেই জমিনে করত বিরাজ মুর্তি পুজার অভিশাপ
চমকালো তৌহিদ নূরে তা' সিলেট-সুলতান শাহ্‌জালাল ।।

তরঙ্গময় সুরমানদী পড়ল যখন সম্মুখে
মুসল্লা[২] তার কিশ্‌তি হলো সিলেট-সুলতান শাহ্‌জালাল ।।

আজান-ধ্বনি দিয়ে যিনি ভাঙেন বিশাল রাজ-মিনার
গরবিদা আছিল খাদেম সিলেট-সুলতান শাহজালাল ।।

ঢোলের ভেতর লুকিয়ে ছিল রাজা গৌরগোবিন্দ
গুপ্ত সে ভেদ জানিয়ে দিলেন সিলেট-সুলতান শাহ্‌জালাল ।।

এই কারামত দেখে রাজা করলো আত্মসমর্পন
ন্যস্ত সবই করলো হাতে সিলেট-সুলতান শাহ্‌জালাল ।।

লাভ করিল তার অসিলায় কামালতী ব্যক্তিগণ
আজও দ্বীনের খোশবু বিলান সিলেট-সুলতান শাহ্‌জালাল ।।

আয় কলন্দর! খোদার ক্ষমার ছায়া আছে যার পরে
এই দুনিয়ায় সব মেলে তার হাশমতো[৩] এজ্জো[৪] জালাল[৫] ।।

---

১. ফয়জে বারী ঃ আল্লাহর অব্যাহত ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্য, ২. মুসল্লা ঃ জায়নামাজ, ৩. হাশমত ঃ প্রতাপ, ৪. এজ্জোঃ সম্মান, ৫. জালাল ঃ মহিমা, আড়ম্বর

عرضِ حال

(۔ بحضرتِ شاہ محمدؐ یعقوب بدرپوری رحمۃ اللہ علیہ)

در طفولیت چراغ روز روشن گشتہ ئی
نام یعقوب شہرۂ آفاق حاتم گشتہ ئی
در فقیری بود شاہی ہم دوائے رنگ دل
آئینہ دیدار نورِ مُصطفےٰ ہم گشتہ ئی
رُوح بر افلاک ہر دم جسم بر پشتِ زمیں
نازنین حضرت محمدؐ مصطفےٰ ہم گشتہ ئی
دل درخشاں شمع تاباں دَرُ دِیارِ مُلکِ ہند
آفتابِ ایں زماں در معرفت ہم گشتہ ئی
اے چراغ معرفت بحرِ عنایت عِلمِ دیں
بالیقیں تو قاسمِ عِلمِ نبوّت گشتہ ئی
عرضِ حال مَا غریباں بریتیماں بنگری
ماہ کنعاں در حجابِ ابرِ رحمت گشتہ ئی

☘

সিলেট কারাগার : ১৯৭২

আত্মনিবেদন

শৈশবেই ছিলে তুমি সূর্য সম দীপ্তিমান
নামটি য়াকুব হাতেম বলে ছড়িয়ে গেল খ্যাতির গান।
ছিলে তুমি ফকীর বটে হৃদয় ছিল শাহানশার
বেলোয়ারী মুকুর তুমি দীদার পেতে মোস্তফার।
মাটির ধরায় থাকত দেহ, ঊর্ধাকাশে আত্মা মন
তুমি ছিলে নূরের নবী মোহাম্মদের প্রিয়জন।
ভারত ভূমি উজাল হলো জ্যোতি-আভায় অন্তরের
মা'রেফতের দীপ্তরবি ছিলে তুমি এই কালের।
ইলমে দ্বীনের সাগর তুমি মা'রেফতের লাল মশাল
ইল্‌মে নবুয়াতের কাসেম তোমার কোনো নাই মেছাল।
কেনান ভূমির চন্দ্র ওগো বাদল ধারা রহমতের
আরজী মোদের, খবর রেখো এই অসহায় এতীমদের।

توبہ

ہاتھ جوڑے اے خدا میں حاضرِ دربار ہوں
بندگاں تیرے میں یارب میں بڑا بدکار ہوں

تم اگر چھوڑو مجھے میں چھوڑ کر جاؤں کہاں
آستاں پر سر گرائے حاضرِ دربار ہوں

میں اگر محروم ہوں تو ہے تیرا بندہ بہت
تم سے دوری میں خدایا دو جہاں کا خوار ہوں

ہانکھنا بندہ کو تیری ذات کی عادت نہیں
ہاتھ پھیلائے امیدِ مغفرت سرکار ہوں

رکھ امیدِ دل قلندر ہے شفیع المذنبین
نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کھڑا دربار ہوں

لاتا ہوں دربار میں وسلت محمد مصطفٰی
بخش مجھکو اے خدا میں بندۂ بے کار ہوں

সিলেট কারাগার : ১৯৭২

তওবা

হাত জোড় করে আমি বান্দা গুনাগার
হাজির হয়েছি প্রভু দরগায় তোমার ।
বান্দাদের মাঝে আমি সর্বাধিক পাপী
তাড়াইয়া দিলে তুমি কোথা পাব মাফী ।
আমি ছাড়া বান্দা তব আছে বেশুমার
আমার তো তুমি ছাড়া প্রভু নাই আর ।
তুমি যদি ফেলে দাও গতি নাই আর
উভয় জাহান মোর শুধু অন্ধকার ।
তোমার তো শান নয় ওহে পাকজাত
বান্দাদের ফিরাইয়া দেয়া খালি হাত ।
ক্ষমাশীল প্রভু ওগো গাফ্ফার গফুর
ফরিয়াদ করো মোর কবূল মঞ্জুর ।
হৃদয়ে ভরসা রাখো ওহে কলন্দর
শাফিউল মুজনিবীন অসিলা তোমার ।
নবীজীর অসিলায় যতো মোর পাপ
আয় খোদা দয়াময় সব করো মাফ ।

شکوہ دربارِ ذوالجلال

(از زندانِ سلہٹ)

اے خدا محبوس ہوں محبوس ہوں تیرے لئے
میں اگر رسوا ہوا، رسوا ہوا تیرے لئے
خلقِ زمین و آسمان بحر و خلا تیرے لئے
اے خدا بے آسرا ہوں میں گدا تیرے لئے
بحرِ کرم اِک آن میں لائے تو جولان میں
بندہ نوازی کر خدا یہ لاج ہے تیرے لئے
کوئی نہیں مرا آسرا، کوئی نہیں مرا ہم نوا
بہتا پھرا دریا میں ہوں اے خدا تیرے لئے
غفّار تیرا نام ہے ستّاری تیرا کام ہے
دیکھ لو میری طرف میں بے نوا تیرے لئے
کوئی نہیں تیرے سوا فریاد میرا سُن لے
بھیک دو مجھکو خدا میں بھکاری تیرے لئے
گزری عمر برباد کی نفس و شیطاں شاد کی
لیکن زندان میں قلندر رہے خدا تیرے لئے

❦

আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ

বন্দী আমি কারাগারে সেতো তোমার জন্য আজ
তোমার তরে হে খোদা মোর এই অপমান এই যে লাজ।
তোমার আকাশ তোমার পাতাল তোমার মহাশূণ্য— সব
তবু এ দীন নিরাশ্রয়ে কেন ওগো মাবুদ রব।
দয়ার সাগর তোমার দয়ায় নিমিশে সব পাল্টে যায়
রহম করো তোমার তরেই এই অপমান আজকে হায়।
অকুল সাগর অথৈ পানি ঝঞ্ঝা-তুফান বইছে জোর
তুমি ছাড়া এই বিপদে সহায় শরন নেই যে মোর।
ক্ষমা ও পাপ গোপনকারী তুমি সাত্তার ও গাফ্ফার
চাও ফিরে চাও, দাও খুলে দাও রহমতের সব দুয়ার।

আরজি আমার কবুল করো দয়ার চোখে আজ তাকাও
দীন ভিখিরি দ্বারে তোমার দাও আমাকে ভিক্ষা দাও।
নফস ও শয়তানের ধোকায় ব্যর্থ হলো যিন্দেগী
তুমি ছাড়া বন্দী কারায় কলন্দরের উপায় কী!

عرضِ حال

طوقِ شیطاں ہے گلے میں بارِ عصیاں دِل میں ہے
محروم ہے اعمال سے اِقرار تیرا دِل میں ہے
توحید تیرا ہے زباں پر دل لگی احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے
آنکھ ہے کعبہ نما دِل روضہ پہ قُربان ہے
دے اُٹھا پردہ درو دیوار سے یہ عرض ہے
آرزو محبوب کی دیدار میرے دِل میں ہے
روزنؔ دیوار طیبہ عاشقوں کے سامنے
آرماں رخسار کی محبوبِ چشم دل میں ہے
بوئے عشق ویس قرنی مِل گئی تھی دُور سے
گرچہ دوری میں رہوں کچھ سوز و فرقت دِل میں ہے
عرضِ حالِ دل قلندر گنبدِ خضرا میں ہے
بُلبلوں سا سوز دِل یا برگ میں یا گُل میں ہے
اے کبوتر کیا تمھاری دِل میں دِلداری نہیں
ہے سلام بے پناہی کی رسائی دِل میں ہے۔
عِشقِ محبوبِ خُدا محبوب میرے دِل میں ہے

ؔ روزن۔ روضہ پاک کی بٹھک

☙

আত্মনিবেদন

অন্তরে মোর পাপের বোঝা গলায় শেকল শয়তানের
শূণ্য বটে আমল, হৃদয়ে জ্বলছে আগুন ঈমানের ।
তৌহীদী কলেমা কণ্ঠে হৃদে পেয়ার মোস্তাফার
চক্ষে আমার কাবার ছবি হৃদয় পাগল মদীনার ।
শোনো শোনো আরজু আমার পর্দা হটাও দেয়ালের
বুক ফেটে যায় চাই আমি চাই আজ মোলাকাত মাশুকের ।
রওজা-দেয়াল-ফোকর গলে করছে আশেক এন্তেজার
হায়রে! কখন দেখতে পাব ওই নূরানী বদন তাঁর ।
সুদূর থেকে প্রেম-সুরভি পেলেন করনি পুণ্যবান
দূর নিবাসী আমি হৃদে বিচ্ছেদ ব্যথা বহ্নিমান ।
সবুজ গম্বুজ দেখার জন্য হৃদয় আমার পেরেশান
ভোমর যেমন কুসুম-কলির বিরহে রয় মূহ্যমান ।
হে কবুতর! বিন্দু দয়া নাই কিরে হায় হৃদয়ে তোর
দয়াল নবীর পাক কদমে পৌঁছিয়ে দিস সালাম মোর ।

دعویٔ غلامی

پاؤں میں زنجیرِ زنداں ہے مقیّد کس لئے
ہوں گریختہ در سے لیکن قید ہے تیرے لئے

کچھ نہیں کرتا ترا من بھلانے کے لئے
خوش رہو سرکار گردن رکھدیا تیرے لئے

ہے شماتت دشمنوں کی باعثِ ذلّت مری
شرم نہ آتا مجھے گر خوار ہوں تیرے لئے

جرم و عصیاں گر تجاوز کرگیا حد سے مرا
ہاتھ خالی در سے پھرنا عار ہے تیرے لئے

ہے اسیرِ نفس اَمّارہ قلندر دِل تیرا
رکھدیا اُمّیدِ عفو معصیت تیرے لئے

☘

সিলেট কারাগার : ১৯৭২

গোলামীর দাবী

দু'পায়ে জড়ানো কারার শেকল বন্দী দশার জ্বালা
ঘর ছাড়া আমি, তোমারি জন্য সব কিছু বারী তা'লা।
কী ছাড় এ ত্যাগ! এই কারাভোগ জিঞ্জির জিন্দান
দিতে হলে দেব তোমার জন্য অকাতরে গর্দান।
পুলকিত অরি সেতো মোর মান, কোনই পরোয়া নাই
হে আমার প্রভূ! আমিতো কেবল তোমার খুশীই চাই।
হয়ে থাকে যদি সীমাহীন মোর অপারাধ গুনা— পাপ
তোমার তরে তো লজ্জার আরো নাহি করা তাহা মাফ।
হে কলন্দর! তুমিতো গোলামীতে নফসে আমম্‌ারার
তবু আছে আশা, ক্ষমা ও করুনা সীমাহীন আল্লার।

نَدَامت

شرمساری ہے ہماری جرم کے اَنبار پر
ہنس رہا شیطاں ہماری خوے بدکردار پر

زندگی برباد میری شامتِ اَعمال پر
بدنصیبی چھا گئی ہے جرم کے اصرار پر

ہائے جوانی عمر کو میں بے خبر برباد کی
ہائے میرا شرمساری عہد کی اِقرار پر

قوّتِ عمر جوانی کھو گئی دولت مری
سر پہ لی بارِ گنہ حاضر ہوا دَربار پر

رحمتِ عالمؐ کے خاطر میرا بیڑا پار کر
موجِ دریا ہیں طلاطم کشتی ہے اَوتار پر

پارسائی ہے ہماری باعثِ شرمندگی
دل لگی ہرگز نہیں دلدادہ و دلدار پر

اے قلندر کیا تجھے انجام کا کچھ ہے خبر
سامنے سکرات تیرا پھر ٹھکانا ہے قبر

সিলেট কারাগার : ১৯৭৩

অনুতাপ

পাপ-বোঝা বয়ে মরি অপমানে লাজে
ভারি খুশী শয়তান দেখে বদ কাজে ।
জীবন হইল মাটি গুনায় গুনায়
ডুবিলাম অফুরান দুঃখ হতাশায় ।
দিলাম বিনাশ করে অমূল্য যৌবন
পুরাতন অঙ্গীকার হলোনা স্মরণ ।
হারিয়ে যৌবন, ডুবে পাপ পারাবারে
হাজির হয়েছি প্রভু তোমার দুয়ারে ।
সাগর তরঙ্গময় জীর্ণ মোর তরি
নবীজীর অসিলায় লহ পার করি ।
সংযম হইল শেষে লজ্জার কারণ
আশেক মাশুকে নেই সেই আকর্ষণ ।
পরিণাম ভেবেছ কি ওহে কলন্দর
সমুখে মউত আর ঠিকানা কবর ।

مَلامت

کِس چیز کی طلب ہے دیوانہ تیرے منَ میں
گُل نہ تر و تازہ پھُول نہ رہے گُلشن میں
حُسن کے بازار میں تو سوتا پڑا غفلت میں
سوتے ہی سوتے ہیں تیرہ پڑا روشن میں
خورشید جب جا گرے اندھیرا ہو گلبن میں
کوئی نہ تیرے ساتھی رہے روئے تو من کے من میں
خوبی جب آتی رہی دلدار رہے اُلجھن میں
خوبی جب جاتی رہی کوئی نہ رہے درس میں
اے خوباں مغرور فریب خوبی نہ رہی چمن میں
نہ رہیگا زیبا تیرے گل عِذار بدن میں
دیکھتے رہیگی اقربأ تجھے آنکھ حیرت میں
اِمداد کوئی نہ کرتا جاں کنی کے فن میں
جانا ہے تجھے قلندر اکیلا گور میں
روتے ہوئے اقربأ شریک ہونگے دفن میں

---

۱ گامزن - قدم رکھنا۔ ۲ کروبیاں - فرشتے - ۳ پرتوے - سایہ

সিলেট কারাগার : ১৯৭২

নিন্দা

কিসের নেশায় মত্ত তুমি কিসের তরে মন-ব্যাকুল
যায় ঝরে যায় গুলিস্তানে চির তাজা রয়না ফুল।
নিদ্রা-মগন হবার বেলা দেখলে চারু গুলবাহার
জাগার আগেই ঝরছে সে ফুল, বৃন্তে টিকে রয়নি আর।
অস্ত গিয়ে সূর্য যখন নামবে রাতের অন্ধকার
একলা শুয়ে কাঁদবে তখন কেউ রবেনা সঙ্গে আর।
রূপের মেলা রয় যতদিন রয়না অভাব প্রাণ-সখার
খোঁজ যে তখন নেয়না কেহ হারায় যখন রূপ পশার।
জেনে রেখো রূপ-কাননের ভ্রান্তি বিলাস মুগ্ধ জন
মধুর ফাগুন বিদায় নেবে মুষড়ে যাবেই গুলবদন।
ভীত ব্যাকুল বন্ধু স্বজন দেখতে রবে তোমার হাল
কোনই মদদ করবেনা কেউ আসবে যখন মরণ কাল।
গোরে তোমার যেতে হবে, যেতে হবে একলাটি
কেঁদে কেঁদেই স্বজন তোমার বক্ষে দেবে ধূল মাটি।

حسرت

ہائے میرا دِل تماشہ گاہِ شیطاں بن گیا ۔ تھا خزینہ نُور لیکن قصرِ شیطان بن گیا
آنکھ سے آنسو ٹپکتی دلمیں غم کی دود ہے ۔ منتظر ہے دید کا دِل میں فسانہ بن گیا
کب تلک یہ بدنصیبی ہائے میرا دور رہو ۔ واہ میری آنکھ کا منظر مدینہ بن گیا
رحمتِ عالم جہاں کا سب اُجالا کر دیا ۔ رحمتِ رحمٰن کا مرکز مدینہ بن گیا
نُورِ عرش و نُورِ فرش و عالم انوار کا ۔ مرحبا سب نور کا مشعل مدینہ بن گیا
ظلمتِ کفر و ضلالت جب جہاں میں چھا گئی ۔ نُورِ عالم نُور کا منظر مدینہ بن گیا
عشق یوسفؑ مصر کے عشّاق میں محدود تھی ۔ واہ مدینہ حُبِّ عالم کا خزینہ بن گیا
حُبِّ یوسفؑ چشمِ یعقوبؑ کو رہونیکا سبب ۔ چشمِ عالم کا ضیا حُبِّ مدینہ بن گیا
حُبِّ یوسفؑ دِل زلیخا کو جلایا تھا مگر ۔ خاطرِ عالم جلا وا حُبِّ احمدؐ بن گیا

اے قلندر کیوں تجھے انجام کا پروا رہے
شافعِ روزِ جزا شاہِ مدینہ بن گیا

آستاں پر آستیں ہے دِل دیوانہ بن گیا

☘

সিলেট কারাগার : ১৯৭৩

দুঃখ বেদনা

নূরে নূরান্বিত ছিল যে হৃদয় মন
শয়তানের লীলা ভূমি হলো তা এখন।
বেদনা-বিধুর মন চোখে বহে নীর
দীদারের প্রতীক্ষায় সতত অধীর।
দূর হবে কবে বদনসীব আমার
কোন দিন পাব দেখা পাক মদীনার।
উজাল করিল ধরা নবী সরোয়ার
পবিত্র মদীনা কেন্দ্র প্রভু-করুনার।
আরশ-ফরশ আর আকাশ-পাতাল
মদীনা সবার নূর, নূরের মশাল।
কুফরী, ভ্রষ্টতা গুনা, পাপ অবিচারে
সারা বিশ্ব নিমজ্জিত যখন আঁধারে
সেই মহাদুঃসময়ে মদীনার নূর
করিল ধরার সব অন্ধকার দূর।
মিসরে সীমিত ছিল প্রেম ইউসুফের
মদীনা প্রেমের কেন্দ্র সারা ভূবনের।
মুহব্বত কারণেই নবী ইউসুফের
ইয়াকুব ফিরিয়া পান আলো নয়নের।
বিশ্ব নয়নের আলো নূর মদীনার
সে আলোকে উদ্ভাসিত জগত-সংসার।
পুড়িল ইউসুফ প্রেমে মন জুলেখার
পাগল নিখিল বিশ্ব প্রেমে মোস্তফার।
হাশরের ভয়ে ভীত কেন কলন্দর
আছে শাফায়াতকারী নবী মদীনার।

اِزالۂ غفلت

باقی نہ رہا دنیا میں کوئی شاہی شہنشاہ کا ؏ رہگیا دنیا میں باقی نام ہے اللہ کا
چل گئے دارا سکندر مملکت خاقان کا ؏ فقر میں ہے دبدبہ سلطانِ ہندوستان کا
شاہ نظام الدینؒ کا کی شاہ مُعِینُ الدین کا ؏ رِہ گیا ہے دبدبائی نام پر اللہ کا
سامنے تیری مُصیبتِ جاں کنی کی ہول کا ؏ ہے تو غافِل بے خبر اس غدر کی بازار کا
رحمتِ عَالم جہاں کو چھوڑ کر جب چل گئے ؏ باندگٹھڑی چل مسافر توشہ و سامان کا
ہوش سنبھالہ و لیکن کشتی ڈوبجانیکے بعد ؏ ہائے حسرت زندگی بربادی احوال کا
اپنا کشتی ڈوبائی اپنی ہی کِردار سے ؏ پھر کلنک تیرا ہی ہے میں بندہ ہوں سرکار کا
فضل سے تیرے خدایا میری کشتی پار کر ؏ سر فگندہ در میں ہوں پھر منتظر احسان کا
بحرِ عصیاں موجزن ہے اے قلندر ہوش کر ؏ ملتجی ہے دِل تیرا اگر رحمتِ رحمٰن کا
فضل باری ہے کشادہ رحمتِ رحمٰن کا

☙

সিলেট কারাগার : ১৯৭২

জাগরণ

রয়নি টিকে ধরায় কোন শাহানশাহী শাহানশার
আছে এবং থাকবে জারী অনন্তকাল নাম খোদার।
সিকান্দারের বাদশাহী নাই, বাদশাহী নাই খাকানদের
ইতিহাসের বস্তু এখন কীর্তি মোঘল সম্রাটের।
মঈনুদ্দীন, নিজামুদ্দীন, জিন্দা কাকী বখতিয়ার
খোদার দয়ায় তাদের কোন কমতি যে নাই দব্দবার।
সামনে কঠিন বিপদ তোমার পড়বে মরন ফান্দাতে
তবু তুমি মত্ত বিভোর দুনিয়াদারীর ধান্ধাতে।
চলে গেছেন দয়াল নবী কিইবা আছে ভরসা আর
পথিক এবার গোছাও সামান দূর সফরে হও তৈয়ার।
ডুবলে তরি হুঁশ ফিরিলে নাইযে তাতে কোনই ফল
বৃথা তখন আহাজারী, বৃথা বিলাপ অশ্রুজল।
নিজের দোষেই নিমজ্জিত জাহাজ তোমার কর্ণধার
লাভ কি আছে দোহাই পেরে গোলাম বলে মোস্তফার।
পার করে নাও কিশ্‌তি আমার তোমার দয়ায় আয় খোদা
অধম তবু তোমার দয়ার ইন্তেজারেই রই সদা।
পাপ-সাগরে তুফান ভারি হও হুশিয়ার কলন্দর
ভরসা রাখো খোদার পরে তার করুনার নাইযে পার।

پند

نہیں منزل زمیں پر دل لگی تیرا اے غافل

تیری کشتی سمندر میں بہت دوری پہ ہے ساحل

کہ ناگہ موج میں کشتی شکستہ غرق دریا ہو

کنارہ کی طرف کشتی جہانتک جلد کر مائل

تیری کشتی کی ملاح جب سکّانی چھوڑ کر جائے

سہارا تیری کشتی کی کہاں پر سوچ لے غافل

مکاں سے بند دل کبتک رہے مجنوں ہوا تو کیوں

عمارت چھوڑ کر آخر قبر ہوگا تیرے منزل

کہاں پھرتا ہے تو بن میں کہاں تیرا ٹھکانہ ہے

مسافر ہے تو دنیا میں مقابر ہے تیرے منزل

مکانِ بے وفائی پر لگائے دِل رہے کبتک

یگانہ چھوڑ کر آخر بیگانہ لے چلے محملِ[1]

قلندر تیری کشتی کو کنارہ میں لگا جلدی

کہ دریا میں طلاطم ہے اور طوفاں ہے حائل

---

[1] محمل۔ جنازہ کا کھاٹ

সিলেট কারাগার : ১৯৭২

উপদেশ

শোনো শোনো হে গাফিল
লাগিও না দিল এ ধুলি-ধরনী নহে তব মঞ্জিল।
জীর্ণ তরণী তীর বহু দূর দুস্তর পারাবার
যেতে হবে ত্বরা ঊর্মী ভয়াল হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার।
এ তুফানে যদি ছেড়ে দেয় হাল তরির কর্ণধার
কিসে হবে হাল কে দেবে শামাল ভেবে দেখ এক বার।
বাড়ী বাড়ী করে কেনগো দেওয়ানা, বেকারার কেন দিল
ছেড়ে যেতে হবে এই বালাখানা গোর শেষ মঞ্জিল।
ফেরো বনে বনে ঠিকানা কোথায় রহিয়াছ বেখবর
রাহী মুসাফির তুমিযে হেথায়, আসল ঠিকানা গোর।
নিদয় ভবনে কতদিন আর মজিয়ে রাখিবে দিল
কাঁদিবে স্বজন বয়ে নিয়ে যাবে পরশীরা মাহমিল[১]।
হে কলন্দর ত্বরিতে তোমার নিতে হবে তরি পার
দরিয়া উতাল হও হুঁশিয়ার করিওনা দেরী আর।

تنبیہ

دینِ احمدؐ ہے تباہی پر مسلماں خواب میں ؎ بندگاں ہے خواب میں بدکردگاں پرتاب[1] میں
خانقاہ آباد ہے مشغول ہے سب ذکر میں ؎ درسگاہوں کا جنازہ ہے مسلماں گور میں
شان و شوکت ہے تمہاری مومنو! ایمان میں ؎ زندگی کی طرز و صورت ہے تیرے قرآن میں
راہروانِ کارواں پیشرو قرآن ہے ؎ سربلندی شان عظمت ہے تیرے ایمان میں
حال پر روتے تمہارے طیبہ سے پیارا رسول ؎ دام میں اُمّت ہماری دشمناں فرمان میں
چھوڑ دی تمنے تمہاری مِلّت و عزمِ رسُول ؎ یہ امانت ہے تمہارے ہاتھ پر دوران میں
گر تساہل سے ڈبائی کشتیٔ اِسلام کو ؎ شرمساری رونمائی حشر کے میدان میں
روزِ محشر اُمتوں سے گر کرے دعویٰ رسُول ؎ تم کہاں تھے جب تباہی آپڑی قرآن میں

اے قلندر ہوش کر مضبوط ہو ایمان میں
دِل لگا خالِق سے تیرے گرچہ تو زندان میں

✿

---

۱ پرتاب ۔ بہادری ۔

সিলেট কারাগার : ১৯৭২

সতর্কবাণী

দিকে দিকে প্রলয় তুফান
যায় মিটিয়া নবীর দ্বীন
দম্ভ ভরে ফিরছে কাফের
নিদ্রা বিভোর মুসলিমীন।

খান্‌কা[১] আছে খোশ্‌হালে বেশ
জিকির নিয়ে অন্তপ্রাণ
মাদ্রাসা ঘর নীরব নিথর
গোরেই[২] কেবল মুসলমান।
ঈমান তোমার শক্তি সাহস
মর্যাদা যশঃ শান ও মান
সরল পথের দিক-দিশারী
জীবন-বিধান আল কোরান।
কাফেলাকে বাতায় কোরান
সঠিক রাহা মঞ্জিলের
সাচ্চা ঈমান কুঞ্জি সকল
মর্যাদা ও হিম্মতের।
পাক মদীনায় কাঁদেন রাসূল
দেখে তোমার করুণ হাল
উম্মা'তাঁহার শত্রু-জালে
আটকে পড়ে আজ নাকাল।
স্বার্থ জাতির, তরিক নবীর
সব যে দিলে বিসর্জন
সব হারালে তোমার কাছে
যেই আমানত, যেই রতন।

১. খানকা ঃ ওলী-আউলিয়াদের প্রশিক্ষণের স্থান, আধ্যাত্মিক দীক্ষাগার ২. গোরে ঃ কবরে

দ্বীনের তরী ডুবল তোমার
অবহেলা— গাফলতে
কেমনে বলো মুখ দেখাবে
রোজ হাশরে লজ্জাতে।
সেদিন যদি খোদার হাবীব
উম্মতেরে এই শুধান
কোথায় ছিলে তোমরা তখন
ধ্বংস যখন হয় কোরান।
ঈমান করো দৃঢ় অটল
খোদার প্রেমে হওগো লীন
হে কলন্দর! যদ্যপি তোর
বন্দীখানায় কাটছে দিন।

طلبہ کیلئے

دُعاء

بحمد اللہ کہ میں نازاں و ممنونِ محبّت ہوں
کہ دلدار حبیب اللہ کی آمد سے مُشَرَّف ہوں

مُبارک ہو مُبارک ہو مُبارک چہرۂ یاراں
تمہارے دین و دنیا فضلِ باری سے مُبارک ہو

تمہارے شرف آمد سے ہمیں صدہا شرف حاصل
محبّت کی صدا سے ہم سدا ممنونِ احساں ہوں

میرے یارو! میرے پیارو! تمہیں رب کی نوازش ہو
تمہاری زندگی بہرِ خدا قابل ستائش ہو

تمہاری پیش کش ہم سے نہیں کچھ قابلِ خدمت
خدا سے خواستگاری ہے کہ تم پر فضلِ باری ہو

اے راہنمائے کارواں اے ہادیٔ راہِ رسُول ﷺ
ہو تمہاری جاں فدائے خدمتِ دیں ہو قبُول

১৯৮৮ সালে বৃটেন সফর শেষে সিলেটে সংবর্ধনা সভায় তালামীয কর্মীদের উদ্দেশ্যে পঠিত দোয়া

দোয়া

আয় তালামীয মোহেব্বো আযীয
তোমরা ধন্য ধন্য হও।
বিহামদিল্লা' নবী আশেকগণ
করেছো আমার দ্বারে আগমণ
পুলকে গরবে ভরেছো মোর মন
তোমরা ধন্য ধন্য হও।।
হোক তোমাদের খোদার দানে
জীবন ধন্য দোনো জাহানে
ভরুক ভূবন সুযশঃ গানে
তোমরা ধন্য ধন্য হও।।
তোমা সবাকার আসার জন্য
বাধিত আমি হরষ-ধন্য
এ মায়া বাঁধন কীযে অনন্য
তোমরা ধন্য ধন্য হও।।
বন্ধুরা মোর, প্রিয়গণ মোর
মহান খোদার আশীস চাদর
বিরাজ করুক সদা শিরো'পর
তোমরা ধন্য ধন্য হও।।
কী দেবো তোমাদের প্রীতি উপহার
'কাবেলে খেদমত'[১] নাহি কিছু আর
করি এ দোয়া, করুনা খোদার
লভিয়া ধন্য ধন্য হও।।
দিশারীগণ হে দ্বীনী কাফেলার
ওগো হাদীগণ নবীর রাহার
হোক কবূল সব দ্বীনী সেবা আর
তোমরা ধন্য ধন্য হও।।

(১) কাবেলে খেদমত : সেবার উপযুক্ত

বাংলা উচ্চারণ

হাম্‌দ

হামদে কেছে কর ছেকোঁ য়ে কাম হায় আবরার কা
হায় নামায়িশ খলকে আলম মখযনে আছরার কা।
হায় জাহাঁকা ছব উজালা এক তজল্লী যাত কী
জীনছে ইনছাঁ পর তজল্লী আহমদে মুখতার কা।
নূরে আহমদ ছে উজালা কর দিলে তারীক কো
হায় পিয়াছা দিলমেরা ইছ শরবতে দীদার কা।
আরশেছে তা পরশে কারে কারছাযে বে নিয়ায
হায় নমুনা আহমদে মুখতার খুলকে যাত কা।
খুয়ে এযদি খুয়ে আহমদ মে নামায়া হো গায়া
খলকে আহমদ কারছাযী কী নেহায়ত কার কা।
হায় খুলাসা খলকে আলম কা মুহাম্মদ মুস্তফা
জিনকী খিলকত হায় তায়ারুফ কি ছবব আল্লাহ কা।
বা-ইছে পয়দাইশে আরদ্বো ছামাঁ আহমদ হি হায়
হায় শাফায়াত বা-ইছে বখশাইশে বদকার কা।
রাক উমীদে দিল কলন্দর হাশরে কি করতার ছে
হায় শাফায়াত কি ইজাযত আহমদে মুখতার কা।
আহমদে মুখতার তুজকো হাশরেমে গর দেকলে
লাজ উনকা হায় কে তো হোঁ কাবিলে পিটকার কা।

না'তে রাসূল

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

রংগে লায়া হায় জাহামে সায়্যিদে আবরার ছে
গুলশনে আলম উজালা গুলবনে আছরার ছে।
রুয়ে খুরশীদে রিছালত হায় দর্খশন্দে জাহাঁ
হায় শুআয়ে নূরে আফযা মখযনে আনওয়ার ছে।
মযহরে আনওয়ারে অহদত হায় মুহাম্মদ মুস্তফা
গন্জে ইরফা রাযদারী ছাযহায় একরার ছে।
যাতে আহমদ কী তজল্লী হায় মুয়াল্লাক আরশে ছে
হায় ছদায়ে মারহাবা গিলমানছে আহরার ছে।
নূরে যাতী নূরে আহমদ মে ফরক এত্নাহি হ্যায়
আঁ-ফরীদা নূরে আহমদ যাত কি আনওয়ার ছে।
শমছো কমর বুরগো শজর মাদহে রিছালত মে হ্যায়
আঁ-ফরীছব আঁ-ফরী হায় যাতে কিরদে গার ছে।
খাকে ইয়াসরিব হায় মুনাওয়ার নূরে আহমদ ছে ছদা
লে তজল্লী আয় কলন্দর সায়্যিদে কওনাইন ছে।

কসীদায়ে না'তিয়া

মুহাম্মদ হায় খুরশীদ পয়াম্বর ছব আখতর
মুহাম্মদ হায় মাহবূবে বেচূ নেদাওর।
আরশ কী নসীবে জালালতে মুহাম্মদ
মালাইক কো বাহরাওরী হায় মুহাম্মদ।
দো আলমমে ছারা হায় মাহরুমে রহমত
খোদাছে লিয়ে বাটতে হায় মুহাম্মদ।
আহাদছে হায় আহমদ মে এতনি জুদায়ী
কেহ্ মীমে জুদায়ী আলগ কী খোদায়ী।
ইছিছে ইশারাহ কেহ আহমদ হায় মখলূক
ওগরনাহ হায় মুযহিরে ওহ যাতে খোদায়ী।
খোদাকো জো দেখে মুহাম্মদ ছে দেখে
বজুয যাতে আহমদ হিজাবে জুদায়ী।
কলন্দর নযর রওযন পাক পে রাক্হ
ওহা-পে হায় ছারী এনায়ত খোদায়ী।

পিয়ারা রাসূল

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

নূরে নযরে আশিকাঁ আল্লাহ কা পিয়ারা রাসূল
দস্তগীরে বে কছাঁ আল্লাহ কা পিয়ারা রাসূল।
জাঁ কনী কী হউল মে উম্মত পরিশাঁ জব রহে
আশিকোঁকে ছামনে হো রো-নমা পিয়ারা রাসূল।
গোরকি অহ্শত কদা মে আয়ে যব মুনকর নকীর
উম্মতে গরয়ীদা কা হো ছামনে পিয়ারা রাসূল।
হো নখুছতি রোযে মাহশর জব খোদাকে ছামনে
ছর গিরায়ে রো বরো আরশে খোদা পিয়ারা রাসূল।
ছর বা ছজদায়ে মাগফিরাত উম্মত কি খা-হাঁ হো রাসূল
হুকুম হো গা ছর উঠা-লো ছিজদায়ে পিয়ারা রাসূল।
তুম জাহাঁতক হো পরিশাঁ খাক্‌পর রাক্‌কর জাবীঁ
মলতবী দেওয়ানে মাহশর ছবরহে পিয়ারা রাসূল।
ময় শাফায়াত কি ইজাযতে আম তুমকো দেদিয়া
খাছতেগারী রদ নাহোগী জো করো পিয়ারা রাসূল।
বখশিশে উম্মত হো মেরী আয় খোদা এ আরয হায়
যাতে বারী-ছে তছল্লী দেংগে আয় পিয়ারা রাসূল।
উম্মতোঁছে তুম নাহো শরমিন্দা হরগিয হাশ্‌রে মেঁ
মুজরিমোঁ কি হো খালাসি গরকহো পিয়ারা রাসূল।
তিলমালায়ে হো পিয়াছা হাশ্‌রে মে উম্মতে রাসূল
হাওযে কওছর ছে পিলায়ে হাত্‌ ছে পিয়ারা রাসূল।
দিলমে তেরে রাক্‌ কলন্দর ইলতেজা দস্তে করম
মাওজেযনে বাহরে করম হায় তো বনে পিয়ারা রাসূল।
উম্মতে 'আছি কি বখশিশ আরয্‌ হায় তুঝছে খোদা
বা-রাহা ইয়ে ইলতেজা পেশী করে পিয়ারা রাসূল।

মীলাদুন্নবী

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

চমক উঠা মুকদ্দর কা ছিতারা আলামী একদম
রাকা জব ফরশে পরপায়ে নবী দুররে বনী আদম।
খরীফী বাদছে যব গিরগায়ী বুরগো গুলে আলম
রবীয়ী বাদছে বারে দিগর তাজাহ্ হুয়া আলম।
রাকা মাক্নূনে আলম কী বছারতছে যামানা তক
হো য়েদা হো গায়া দুর ইয়াগানাহ্ শাদ মুয়াল্লা তক।
খোদা হায় রব্বে আলম পের মুহাম্মদ রহমতে আলম
জাহাঁ যাতে এলাহী রব ওহাঁ ওহ রহমতে আলম।
রাকা মাকনূনে ওয়াহদতমে জামালে যাতে আহমদ কা
নমায়া হো গায়া ছামরা বাহারে বাগে ওয়াহদত কা।
মকদ্দম থা ছবহীপর খলকে মে ওহ যাতে নূরানী
জুহুরে নূরমে তাখীর ইয়ে হিকমত যা-তে ইয়াজদানী।
হিজাব উছ নূরছে বাইছ হুয়া আহলে জাহান্নাম কা
হুসূলে নূরে আহমদ হায় কামালে খালকে আলম কা।
তেরী আঁকে করে রওশন কলন্দর নূরে আহমদ ছে
তুঝে পরওয়া নেহী হরগিয ছাযা না-রে জাহান্নাম কা।

হাদীয়ায়ে ছালাম

বদরবারে রিছালত

ছালাম আয়ে রহমতে আলম মালাইক রব ছবহী কা হো
গোলামে বে ওফা বদনাম কা তছলীম গাওয়ারা হো।
গরীবোঁ কা গোযর ইয়া- রব দরে দৌলতে মদীনা হো
কদম গাহে নবী দেক্‌কর তড়প্‌দিল কী ছকীনা হো।
গোবারে পা রাসূলুল্লাহ মেরি আঁকোঁকা ছুরমা হো
হামে রওজা কে দরছন ছে দীলে তারিক্ উজালা হো।
মেরে আকা মেরে মওলা বহুত দূরীছে আয়া হোঁ
নযর মুঝপর করম কা হো মেরী কিছমত উজালা হোঁ।
তুমহারী দরকা মেহমান হো গদায়ী দরপে লায়া হোঁ
তেহী যম্বীলে হাজত কো দরে দৌলত পেলায়া হোঁ।

কামলীওয়ালা

তুমহারা নাম জব হায় মুহাম্মদ তুমছে জগ হায় উজালা
কোয়ী কাহে মাহবূবে খোদা কোয়ী তো কামলীওয়ালা।
খোদানে তুমকো নূরছে বানায়া শকলে বশর বানা কর দেখায়া
দুনইয়ামে তুম হো রাজওয়ালা হাশ্‌রেমে তুম তাজওয়ালা।
দুনইয়া হায় ছারা তুমহারা ওছীলা খোদা কি রহমত তুমহিছে মিলা
আর্‌শ ও ফর্‌শ কো তুমছে শরফ- তুম খোদাকা রাযওয়ালা।
রাজখোদায়ী কী তুমহী হো নিয়ামত তুমহারি কারণ খোদায়ী দৌলত
ছবহিকো তুমছে মিলিহায় ইজ্জত তুম নবীহো শানওয়ালা।
হাশ্‌রেমে হামকো তুমহি নিভানা হামহিতো হো জব তুমহারী উম্মত
দামনকো কো হাম নেহি চুড়েংগে তুমহিতো হো জব শাফায়াত ওয়ালা।

দস্তে করম

জাঁ কনী কে ছামনে চেহরা দেকা লে না-মুঝে
ছীনাপে দছতে করম রাক্‌ কে নিভা লে না-মুঝে।
আয় মুহাম্মদ হাশ্‌রে মে ছাথী বানা লে না-মুঝে
রোযে মাহশার দছতে আপনে ছে পিলা লে না মুঝে।
উম্মতৌমে বেনাওয়া মুঝছা আওর কোয়ী নেহী
শর মছারম আপনি দামন মে চুপা লে না মুঝে।
জব তেরাযো কে কিনারে আপ হি হোংগে কাড়া
দা-মনে রহমত মে উছদম মে চুপা লে না-মুঝে।
রাহে জান্নাত মে হামে জব রুক লে কাররুবিয়া
ছা-ত আপনি উম্মতৌকে লে বুলা লে না-মুঝে।
হো পরিশা হাশরেমে জব উম্মত কুল আম্বিয়া
ইছ তায়ারুফ কে ওকত্‌ উম্মতমে গিন লে না-মুঝে।
হো আগর উম্মত কলন্দর তোঝকো কিয়া ফের ফিকরে হ্যায়
আছিয়োঁমে গরচে হোঁ ময় ফির চুড়ালেঙ্গে মুঝে।

আ-রমান

দীলমেরা মস্তাক হায় দীদারে মদীনা
তছলীমে রওজাছে মিলে দিলমে ছকীনা।
আয় রব তেরে মাহবূবকা দীদার দেখা দে
দিল মেরে কো মখযনে আছরার বানা দে।
আ-ফাকছে আ-তা হায় ছদা হাদইয়ায়ে তছলীম
দীলপে গদা করনে আয়া আপনেকো তসলীম।
খাকে মদীনা হামে মাহবূবে জাহাঁ হায়
দিল ফেদা জিছ খাক্‌পে মাহবূবে খোদা হায়।
মিলজায়ে মস্তাক কো গর বূয়ে পছীনা
মরকযে আনওয়ার হাম আছরার হো ছীনা।
নযরে করম দিলমে লিয়ে দরপে আয়া হোঁ
যাম্বিলে গদায়ী লিয়ে ময় দরপে কাড়া হোঁ।

জিয়ারত

দিল মেরা বীমারে ফুরকত হাছরতে কূয়ে রাসূল
ছরবছুদাহ ইশতিয়াকে নক্‌হতে বূয়ে রাসূল।
ইশতিয়াকে দিদ দিলমে রওনকে রুয়ে রাসূল
যেয়বে তন মেরা খোদাহো বরকতে খোয়ে রাসূল
হায় তমন্না দিলমে ছারী যিন্দেগী দীদার কি
হাছরতে দিল রহগায়া জানামুঝে কূয়ে রাসূল
আঁককি ছুরমা হামারী খাক পায়ে যা-ইরাঁ
হায় শমীমে বূয়ে দস্তে যা-ইরে কূয়ে রাসূল।
চশমায়ে কুরে রওশন করদিয়া নযরে রাসূল
নূরে চশমে আশিকা হায় বরকতে মূয়ে রাসূল।
লও লাগায়ে রাকহ কলন্দর রওজায়ে তায়্যেবাছে তো
হো কভী নযরে এনায়ত তুঝপে পরতূয়ে রাসূল।
দেয়মিঠা হছরত মেরি হায় আরযু দীদার কী
খাব গাহ্‌ উছ দরপে হো তা দেক্‌হ লো রুয়ে রাসূল।

নযরে করম

করম কী নযর জব পড়ে মুঝপে মওলা
কদুরত মকদ্দর বদল জায়ে মওলা।
করন ছে মহব্বত কা বো মিলগায়া তা
হামারি মহব্বত কা সমরাহ মিলে হো মওলা।
গোযরগাহে আলম হায় ছারা তুমহারা
ইদর বী গোযরকা উমিদ হামকো মওলা।
না দেখে ইয়ার্কী জব পড়া দিলমে মেরী
করম কী নেহায়ত হো দীদারে মওলা।
ইয়ে কুদরত না হোতী এনায়েত খোদাকী
আদব হামকো রুকতা তমন্না ছে মওলা।
কলন্দর নযর রওজায়ে পাক পে রাক্‌হ
করম কী নযর তুঝপর ঢালেংগে মওলা।

ইলতেজা

খোদা ছে ভীক লে কর হাম মদীনা জানে ওয়ালা হ্যায়
দরে দৌলত হবিবুল্লাহ ছে আখের কুচবি লেনা হ্যায়।
শরমেযাতে খোদা হামকো বুলাকর খালি ফেরনা হ্যায়
দরে পাকে নবী ছে হাম জো হায় আরমাঁ ওহ লেনা হ্যায়।
খোদাওন্দে ছদা আ-মদ হামারি দরপে পৌঁচাদে
কেহ কাফেলা গোনাহগারা বহুত দুরীছে আতা হ্যায়।
মোকামে আরফা, তওয়াফ-ইহরাম গোলামী কা নমুনা হ্যায়
কেহ আখের মনযিলে মকছুদ হামারা তয়্যেবা জানা হ্যায়।
মুহাম্মদ কাছিমে রহমত ইনহি ছে হামকো লেনা হ্যায়
কেহ যাম্বিলে গদায়ী হায় ওহা ছারী খোদায়ী হ্যায়।
কলন্দর ভীক লেনা হায় খোদাছে মাংগকর লে লে
দরে দৌলত মদীনামে তুমহারা দাদ বাকী হ্যায়।

মিরাজুন্নবী

(সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)

কুল যাহা কো মিলগায়া হায় নূরে আহমদ ছে চমক
আরশে আলা কো মিলাহায় যাতে আহমদ ছে চমক।
মিরাজ গাহে আম্বিয়া মুরছল হোয়ী পশ্‌তে যমীঁ
পায়ে আহমদ ছে মিলা-হায় কুল মু'য়াল্লা কো চমক।
আরশে আলা পর বোলানা খাছতী আহমদ কী শান
জান্নাতুল মা'ওয়া উজালা হায় মোহাম্মদ কা চমক।
তা মুসাল্লা রয়তে আকসা খাবগাহ্ বায়তুল হারাম
গা-মযন এক বা-রে গীছে শামকো আয়া চমক।
বয়তে আকসা ছে ছামাপর হোগায়া উনকা গুযর
মিলগায়া কার্‌রুবিয়া কো উনকে কদমোঁ ছে চমক।
খয়রে মোকদ্দম কে লিয়ে মোস্তাক তে কার্‌রুবিয়া
মারহাবা ছবকো মিলাহায় রুয়ে আহমদ ছে চমক।
মন্তযির তা আরশো ফরশো ছিদরাহ ও লওহো কলম
আঁফরি ছব কেলিয়ে হায় মিলগায়া ছবকো চমক।
দিল লাগায়া রাক কলন্দর খাক পা আহমদ ছে তো
পরতোয়ে আহমদ পড়াযব হোগায়া ছব মে চমক।

লাইলাতুল মি'রাজ

আজব রংগে জাহাঁ দারী খোদাওয়ান্দা জাঁহা পর হ্যায়
গোযরগাহে বনী আদম ফলক পর হ্যায় মলক পর হ্যায়।
গোযরগাহে মালাইক মুনতাহা ছিদরা মুয়াল্লা পর
হোয়া মনযিল হাবীবে কিবরিয়া আরশে মুয়াল্লা হ্যায়।
হোয়ী মি'রাজ ছারে আম্বিয়া পুশতে যমীঁ হরদম
আজব যিননুন কা মি'রাজগাহ কা'রে ছমন্দর হ্যায়।
মালাইক হুর ও গিলমাঁ আম্বিয়া বুলে মোবারক হ্যায়
গোযর গাহে হাবীবে কিবরিয়া জব আ-ছমাঁ পর হ্যায়।

তমন্না মে রহে ছব আম্বিয়া আফলাকে পর ছরী
মোবারকবাদ ছব বুলে যেহী কিছমত হামারী হ্যায় ।
হামারী খোশ নসীবী হায় রাসূলুল্লাহ আতে হ্যায়
মলক বুলে রাসূলুল্লাহ কি আ-মদ খোশ গোওয়ারী হ্যায় ।
নযর কররুবিয়া করতে ছুরুরে আরশে আলা হ্যায়
গোযর আরশে বারী পরহো হামারী বখতিয়ারী হ্যায় ।
মোবারক হায় তেরে মে'রাজ কলন্দর খাকে তয়বা মেঁ
কে নূরে চেহরায়ে আনওর এনায়ত যাতে বারী হ্যায় ।
ফলক পর দেককর আম্বিয়া জব মারহাবা বুলে
হামারী খোশ নসিবী হায় সামাঁ পর আজ দুলহা রহি হ্যায় ।

পীরানে পীর

হায় ফকিরী কী নেহায়ত নাম তেরা দস্তগীর
মুকতাদা হো আউলিয়া হায় লকব পীরানে পীর ।
কুম বিইযনিল্লাহছে মুরদাহ জিলায়া আপনে
তা-রে বরকী ছা তজল্লী ছে জাহাঁ হো তা মনীর ।
আল্লাহ কা মাহবূব দিল হায় মৌজেযনে ইশকে নবী
ছরওয়ারে কূল আউলিয়া হায় মুজতবা পীরানে পীর ।
ইয়াদ মে আল্লাহকে ডুবে হোয়ে মশগুলতে
ইয়দগারী কে লিয়ে খিলওত কদা কো হায় নযির ।
আঁকমে কা'বা লিয়ে বয়ঠে রহে মুদ্দত মদীর
দিল তজল্লী নূরে অহদত ছে হোয়ে রওশন জমীর ।
ছংগে কা'বা পর রহা হায় পরদায়ে মখমল হিজাব
আ-শকারা যাতে হরজা শিরমে জেয়ছা পনির ।
ছামনে কা'বা জো তি মতলূবতী কা'বা নওয়ায
আঁকপে আইনাক হায় জেয়ছা রুয়ে সয়্যাদ ছুয়ে তীর ।
যাতে বারী ছে তায়াল্লুক দিল বনা তসয়ীরে কশ
কেঁচলী বাগে মদীনা ছে বশারত ছে বশীর ।
বুয়ে মাহবূবে কলন্দর হায় নমা বাগদাদ মে
নামে নামী শুহরায়ে আ-ফাক উনকি দস্তগীর ।

হযরত শাহজালাল মজররদে ইয়ামনী (র.)

ছায়ায়ে রহমত হামে সুলতানে সিলহেট শাহ জালাল
ছর গুরোহে আউলিয়া সুলতানে সিলহেট শাহ জালাল ।
কুফরে কি কালি ঘটা জব খাকে সিলহেট চাহ-গায়ী
ফয়জে বারী আগায়ে সুলতানে সিলহেট শাহ জালাল ।
খাকে সিলহেট কী নহোছত দূর হনে জব লাগী
আবরে রহমত ভেজদি সুলতানে সিলহেট শাহ জালাল ।
ফুল নিকলা থা নাখুছতিঁ হাররায়ে আরদে ইয়ামন
বুয়ে গুল পয়লাদিয়া সুলতানে সিলহেট শাহ জালাল ।
বুত পরছতি জিছ যমীঁ কি শিওয়ায়ে আহলে যমীঁ
তওহীদছে চমকাদিয়া সুলতানে সিলহেট শাহ জালাল ।
রা-স্তেমে জব রুকতা সুরমা বাহরে আমীক
তা মুসল্লা কশতিয়ে সুলতানে সিলহেট শাহ জালাল ।
তুড়দি আযানছে জিছনে মিনারে আলী মাকাম
খাদিমে গরওয়েদাতা সুলতানে সিলহেট শাহ জালাল ।
তাম্বুর মে চুপে হোয়ে জব রাজায়ে গৌড় গবিন্দ
আ-ড়মে বাতলাদিয়া সুলতানে সিলহেট শাহ জালাল ।
ইয়ে কেরামত দেককর তসলীম খম রাজা গবিন্দ
হাত পর সব দে দিয়া সুলতানে সিলহেট শাহ জালাল ।
মরদোমা হাসিল কিয়ে হাঁয় ছায়াপর উনকে কামাল
হায় মুয়াততার আজতক দরগাহে হযরত শাহ জালাল ।
আয় কলন্দর জিনপে হায় নযরে উতুফত যুলজালাল
মিলগায়া কওনাইন মে ছব হাশমতো ইজ্জো জালাল ।

আরজে হাল

বহযরতে শাহ ইয়াকুব বদরপুরী (র.)

দর তফুলিয়ত চেরাগে রওশন গশতায়ী
নামে ইয়াকুব শুহরায়ে আ-ফাকে হাতিম গশতায়ী ।
দর ফকিরী বাদশাহী হাম দওয়ায়ে জংগে দিল
আঁ-ইনা দিদারে নূরে মুস্তফা হাম গশতায়ী ।
রুহে বর আফলাকে হরদম জিছমে বর পুশতে যমী
না-যনি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা হাম গশতয়ী ।
দিল দরখশাঁ শময়ে তাবা দরদিয়ারে মুলকে হিন্দ
আফতাবে ই যমাঁ দর মারিফত হাম গাশতায়ী ।
আয় চেরাগে মারিফত বাহরে ইনায়ত ইলমে দ্বীঁ
বিল ইয়াকিঁ তো কাসিমে ইলমে নবুয়্যত গশতায়ী ।
আরজে হালে মা গরীবাঁ বর এতীমা বিনগরী
মাহে কেন'আঁ দর হেজাবে আবরে রহমত গশতায়ী ।

তাওবাহ

হাত জুড়ে আয় খোদা ময় হাজিরে দরবার হোঁ
বন্দেগাতে রেমে ইয়া রব ময় বড়া বদকার হোঁ ।
তুম আগর চুড়ো মুঝে ময় চুড়কর জাঁ-ওকাহা
আ-স্তা পর ছর গিরায়ে হাজিরে দরবার হোঁ ।
ময় আগর মহরুম হোঁ তো হায় তেরা বন্দা বহুত
তুম ছে দূরী মে খোদায়া দুজাহাঁ কা খার হোঁ ।
হাঁকনা বন্দা কো তেরী যা-তকি আদত নেহি
হা-ত পয়লায়ে উমীদে মাগফিরাত ছরকার হোঁ ।
রাক উমীদে দিল কলন্দর হায় শাফীউল মুযনিবীন
নামে আহমদ কা ওসীলা লে কাড়া দরবার হোঁ ।
লা-তা হো দরবারমে ওছলতে মুহাম্মদ মুস্তফা
বখশো মুঝকো আয় খোদা ময় বন্দায় বেকার হোঁ ।

শেকওয়ায়ে দরবারে যুল জালাল

আয় খোদা মহবূছ হোঁ মহবূছ হোঁ তে-রেলিয়ে
ময় আগর রিসওয়া হোয়া রিসওয়া হোয়া তে-রেলিয়ে।
খলকে যমীঁ ও আ-সমাঁ বাহরে খালা তে-রেলিয়ে
আয় খোদা বে-আছরা হো ময় গদা তে-রেলিয়ে।
বাহরে করম এক আ-ন্মে লায়ে তো জৌলান মেঁ
বন্দা নওয়াযী কর খোদায়া লা-জ হায় তে-রেলিয়ে।
কোয়ী নেহী মেরা আ-ছরা কোয়ী নেহী মেরা হাম নওয়া
বেহতা পিরা দরইয়ামে হো আয় খোদা তে-রেলিয়ে।
গাফ্ফার তেরা নাম হায় সাত্তারী তেরা কাম হায়
দে-কলো মেরী তরফ ময় বেনওয়া তে-রেলিয়ে।
কোয়ী নেহি তেরে ছেওয়া ফরইয়া-দ মেরে ছুনলে
ভীখ দো মুঝকো খোদা ময় ভীখারী তে-রেলিয়ে।
গোযরী উমর বরবা-দ কী নফস ও শয়তাঁ শা-দ কী
লে-ক যিন্দা মে কলন্দর হ্যায় খোদা তে-রেলিয়ে।

আরজে হাল

তাওকে শয়তাঁ হ্যায় গলে মে বা-রে ইছইয়া দিল মে হ্যায়
মহরুম হায় আমাল ছে একরার তেরা দিল মে হ্যায়।
তৌহিদ তেরা হ্যায় যবা-পর দিললাগী আহমদ ছে হ্যায়
আঁক্হায় কা'বানমা দিল রওজাপে কুরবান হ্যায়।
দে উঠা পরদা দরো দেওয়া-রছে ইয়ে আরয হ্যায়
আ-রযূ মাহবূবকী দীদার মেরে দিলমে হ্যায়।
রওযোনে দিওয়ারে তয়বা আশিকোঁকে সামনে
আ-রমা রোখছার কি মাহবুব চশমে দিল মে হ্যায়।
বূয়ে এশকে ওয়েছ করনী মিলগায়ীতি দূরছে
গরচে দূরী মে রহো কুচ ছুজ ও ফুরকত দিল মে হ্যায়।
আরজে হালে দিল কলন্দর গুম্বুদে খাযরা মে হ্যায়
বুলবুল ওঁছা ছুযেদিল ইয়া বুরগমে ইয়া গুলমে হ্যায়।
আয় কবূতর কিয়া তোমারী দিলমে দিলদারী নেহী
হায় ছালামে বেপানাহী কি রেছায়ী দিলমে হ্যায়।
এশকে মহবূবে খোদা মহবুব মেরে দিলমে হ্যায়।

দা'ওয়ায়ে গোলামী

পাঁও মে যিঞ্জিরে যান্দা হ্যায় মুকায়্যদ কিছ লিয়ে
হোঁ গুরেখতা দরছে লেকিন কয়েদ হ্যায় তে-রেলিয়ে।
কুচ নেহী করতার তেরা মানবাহানে কে লিয়ে
খুশরহো ছরকারে গরদন রাকদিয়া তে-রেলিয়ে।
হায় শমামত দুশমনোঁকি বা-ইছে যিল্লত মেরি
শরমে না আতা মুঝেগর খা-র হোঁ তে-রেলিয়ে।
জুরমো ইছইয়া গর তাজাউয করগায়া হদছে মেরা
হাতখালি দরছে পিরনা 'আর হ্যায় তে-রেলিয়ে।
হ্যায় আছীরে নফসে আম্মারা কলন্দর দিল তেরা
রাকদিয়া উম্মিদে আফউয়ে মা'ছিয়ত তে-রেলিয়ে।

নাদামত

শরমোছারী হ্যায় হামারী জুরমেকে আম্বার পর
হাঁছ রহা শয়তাঁ হামারী খোয়ে বদ কিরদার পর।
যিন্দেগী বরবাদ মেরী শা-মতে আ'মাল পর
বদ নছিবী চাহাগায়ী হ্যায় জুরমে কে ইছরার পর।
হ্যায় জওয়ানী উমরেকো ময় বেখবর বরবাদ কী
হা-য় মেরা শরমো ছারী আহদে কী একরার পর।
কু-ওতে উমরে জওয়ানী কোগায়ী দৌলতমেরী
ছর পেলী বারে গুনাহ হাজির হোয়া দরবার পর।
রহমতে আলম কে খাতির মেরা বেড়া পার কর
মৌজে দরিয়া মে-তালাতুম কশতি হ্যায় আওতার পর।
পা-রেছায়ী হ্যায় হামারী বা-ইছে শরমিন্দগী
দিল লাগী হরগিজ নেহী দিলদাদো দিলদার পর।
আয় কলন্দর কিয়া তুঝে আনজাম কা কুচ হায় খবর
ছামনে ছাকরাত তেরা ফের ঠিকানা হায় কবর।

মালামত

কিছ চিজ কি তলব হায় দিওয়ানা তেরে মন মেঁ
গুলনা তরুতাযা ফুল না রহে গুলশন মেঁ।
হুছনেকে বা-যা-র্মে তো ছুতাপড়া গাফলত মেঁ
ছুতেহী ছুতেমে তিরাপরা রওশন মেঁ।
খুরশীদ জব জাগিরে আন্দিরা হোঁ গুলবন মেঁ
কোয়ী না তেরে ছাতী রহে রুয়েতো মনকে মন মেঁ।
খুবী জব আ-তী রহী দিলদার রহে উলজন মেঁ
খুবী জব জা-তীরহী কোয়ী না রহি দরশন মেঁ।
আয় খুবানে মগরুরে ফেরেব খুবী না রহি চমন মেঁ
না রহেগা যিবাতেরে গুল এযার বদন মেঁ।
দেকতে রহেগী আকরেবা তুঝে আঁকে হায়বত মেঁ
ইমদাদ কোয়ী না করতা জাঁ কনী কী ফন মেঁ।
জানা হায় তুঝে কলন্দর একেলা গুর মেঁ
রুতে হোয়ে আকরেবা শরীক হোংগে দাফন মেঁ।

হাছরত

হা-য় মেরা দিল তামাশা গাহে শয়তাঁ বনগায়া
তা খাযিনা নূর লেকিন কসরে শয়তাঁ বনগায়া।
আঁকছে আঁছো টপকতি দিলমে গমকি দূদ হ্যায়
মন্তযির হায় দীদকা দীল মে ফাছানা বনগায়া।
কবতলক ইয়ে বদনছীবী হা-য় মেরা দূর হো
ওয়াহ মেরী আঁক কা মনযর মদীনা বনগায়া।
রহমতে আলম জাহাঁ কা ছব উজালা কর দিয়া
রহমতে রহমান কা মরকয মদীনা বনগায়া।
নূরে আরশো নূরে ফরশো আলমে আনওয়ার কা
মারহাবা ছব নূর কা মাশআল মদীনা বনগায়া।
যুলমতে কুফরো দ্বালালত জব জাহাঁ মে চাহগায়ী
নূরে আলম নূরকা মনযর মদীনা বনগায়া।

ইশকে ইউসুফ মিসরেকে তউশশাক মে মহদূদ তী
ওয়াহ মদীনা হুব্বে আলম কা খযীনা বনগায়া ।
হুব্বে ইউসুফ চশমে ইয়াকূব কুর হোনে কা ছবব
চশমে আলম কা যিয়া হুব্বে মদীনা বনগায়া ।
হুব্বে ইউসুফ দিল যুলেখা কো জ্বালায়া তা মগর
খা-তিরে আলম জ্বালাওয়া হুব্বে আহমদ বনগায়া ।
আয় কলন্দর কেঁউ তুজে আনজাম কা পরওয়ার হ্যায়
শাফিয়ে রোযে জেযা শাহে মদীনা বনগায়া ।
আ-ছতা পর আ-ছতি হায় দিল দেওয়ানা বনগায়া ।

এযালায়ে গাফলত

বাক্বী না রহে দুনইয়া মে কোয়ি শাহী শাহানশাহ কা
রেহ গায়া দুনইয়া মে বাক্বী নাম হ্যায় আল্লাহ কা ।
চল গায়ে দারা ছিকন্দর মামলাকাত খাকান কা
ফকরে মে গায় দবদবা সুলতানে হিন্দুস্তান কা ।
শাহ নিজামুদ্দীন ও কাকী শাহ মুঈনুদ্দীন কা
রেহ গায়া হায় দবদবায়ী নাম পর আল্লাহ কা ।
ছামনে তেরী মুসীবত জাঁ কনী কি হউল কা
হায় তো গাফিল বেখবর ইছ খদরে কি বা-যার কা ।
রহমতে আলম জাহাঁ কো চুড় কর জব চল গায়ে
বান্দ গাটুরী চল মুসাফির তো শাহো ছামান কা ।
হুশ ছম্ভালাহো লেকিন কশতি ডুব জানেকে বাদ
হা-য় হছরত যিন্দেগী বরবাদীয়ে আহওয়াল কা ।
আয় খোদা কশতি ডুবায়ী আপনেহী কিরদার ছে
ফের কলংক তেরাহি হায় ময় বান্দাহোঁ ছরকার কা ।
ফযলেছে তেরে খোদায়া মেরী কশতি পার কর
ছরফগন্দা দরমেঁ হোঁ ফের মন্তযিরে ইহসান কা ।
বাহরে ইস-ইয়াঁ মওজেযন হায় আয় কলন্দর হুশ কর
মলতজী হায় দিল তেরা আগর রহমতে রহমান কা ।
ফজলে বারী হায় কোশাদা রহমতে রহমান কা ।

পন্দ

নেহী মনযিল যমীঁ পর দিল লাগী তেরা আয় গাফিল
তেরা কশতী ছমন্দর মে বহুত দুরী পে হায় ছাহিল।
কেহ নাগা মৌজ মে কশতি শিকছতা গরক্বে দরইয়া হো
কিনারা কী তরফ কশতী জাহাঁ-তক জলদ কর মা-ইল।
তেরী কশতী কী মাল্লাহ জব ছুক্কানী চুড় কর জায়ে
ছাহারা তেরী কশতী কী কাহাপর ছুচ আয় গাফিল।
মকাঁ ছে বান্দ দিল কবতক রহে মজনূঁ হোয়াতো কিউঁ
ইমারত চুড়কর আ-খের কবর হোগা তেরে মনযিল।
কাহাঁ ফেরতা হায় তো বন মে কাহা তেরে ঠিকানা হায়
মুসাফির হায় তো দুনইয়া মে মাকাবির হায় তেরে মনযিল।
মকানে বে ওয়াফায়ী পর লাগায়ে দিল রহে কবতক
ইয়াগানা চুড়কর আখের বেগানালে চলে মাহমিল।
কলন্দর তেরী কশতিকো কিনারা মে লাগা জলদী
কে দরীয়ামেঁ তালাতুম হায় আওর তুফান হায় হা-ইল।

তম্বিয়া

দীনে আহমদ হায় তবাহী পর মুসলমাঁ খাব মেঁ
বন্দেগা হায় খাবমে বদকিরদেগাঁ পরতাব মেঁ।
খানকাহ আবাদ হায় মশগুল হ্যায় ছব যিকরে মেঁ
দরগাছে হোঁ কা-জানাজা হায় মুসলমাঁ গোর মেঁ।
শান ও শওকত হায় তুমহারী মুমিনৌ ঈমান মেঁ
যিন্দেগী কি তরয ও সূরত হায় তেরে কুরআঁ মেঁ।
রাহরোওয়ানে কারোওয়াঁ পেশরো কুরআঁ হ্যায়
ছর বুলন্দী শান ও আযমত হায় তেরে ঈমান মেঁ।
হাল পর রুতে তুমারে তয়বা ছে পিয়ারা রাসূল
দা-ম মে উম্মত হামারী দুশমনা ফরমাঁ মেঁ।
চুড়দী তমন্নে তুমহারী মিল্লতো আযমে রাসূল
ইয়ে আমানত হায় তুমহারী হাতপর দৌরান মেঁ।

গর তাছাহুল ছে ডুবায়ী কশতিয়ে ইসলাম কো
শরমোছারী রুনমায়ী হাশরেকে ময়দান মেঁ।
রোযে মাহশার উম্মতোঁ ছে গর করে দা'ওয়া রাসূল
তুম কাহাকে যব তাবাহী আ-পড়ি কুরআঁ মেঁ।
আয় কলন্দর হুশ কর মযবুত হো ঈমান মেঁ
দিল লাগা খালিকছে তেরে গরছেতো যিন্দান মেঁ।

তালাবাকে লিয়ে দু'আ

বিহামদিল্লাহ কেহ ময় নাযাঁ ও মমনূনে মহব্বত হো
কেহ দিলদারে হবীবুল্লাহকে আ-মদছে মুশাররাফ হো।
মোবারক হো মোবারক হো মোবারক চেহরায়ে ইয়ারাঁ
তুমহারে দ্বীন ও দুনয়া ফযলে বারীছে মোবারক হো
তুমহারে শরফে আ-মদছে হামে ছদা শরফ হাসিল
মুহব্বতকি ছদাছে হাম ছদা মমনূনে এহছাঁ হো।
মেরে ইয়ারোঁ! মেরে পিয়ারোঁ! তুমহে রবকি নওয়ায হো
তুমহারি যিন্দেগী বহরে খোদা কাবিলে ছাতাইশ হো।
তুমহারি পেশে কশ হামছে নেহি কুচ কাবিলে খেদমত
খোদাছে খাস্তেগারী হায় কেহ-তুমপর ফযলে বারী হো।
আয় রাহনুমায়ে কা-রওয়া আয় হাদিয়ে রাহে রাসূল
হো তুমহারি জাঁ ফেদায়ী খেদমতে দ্বীঁ হো কবূল।

***

مُناجاتِ یعقوبی

ازحضرت شاہ محمد یعقوب بدرپوری رحمۃ اللہ علیہ

میں نے دنیا میں خدایا گو سعی بسیار کی
پر نہ کچھ تحفہ مِلا لائق تیرے دربار کی
جان و دِل لایا ولے تجھ پر فدا کے واسطے

٭

نے طلب دنیا کی مجھکو ثروت و جاہ و جلال
ایک ذرّہ درد کا یا رب میرے دل میں تو ڈال
ذات اپنی باجلا و باسنا کے واسطے

٭

اَولیائے ہند کا منبع اِمامِ اَصفیاءٔ
ماحی کفر و ضلالت ناشرِ حُکمِ خُدا
شہ معین الدین چشتی با خدا کے واسطے

٭

বাংলা উচ্চারণ

মুনাজাতে ইয়াকুবী

(ব তাওয়াচ্ছুলে আইম্মায়ে তাসাউফ)

ময়নে দুনিয়ামে খোদায়া গোছা'য়ী বিছ্য়ার কি
পিরনা কুচ্ তুহফা মিলা লায়েক তেরে দরবার কি
জান ও দিল লায়াওসে তুজ্পর কদাকে ওয়াছ্তে ।।
নয় তলব দুনিয়া কি মুজকো ছরওতো জাঁহ ও জালাল
এক যর্রা দর্দকা ইয়ারব মেরে দিল্মে তো ঢাল
যাত আপ্নি বা জিলা ও বা ছখাকে ওয়াছতে ।।
আউলিয়ায়ে হিন্দকা মম্বায় ইমামে আসফিয়া
মাহীয়ে কুফরো দলালত নাশিরে হুক্মে খোদা
শাহ মঈনুদ্দীন চিশতি বা খোদাকে ওয়াছতে ।।

কাব্য রূপান্তর

মুনাজাতে ইয়াকুবী

[হযরত শাহ ইয়াকুব বদরপুরী (র.)-এর লিখিত]

বিশ্বভুবন ঘুরে আমি খোঁজ করিলাম কতো
পাইনি খোদা কোথাও কিছু তোমায় দিবার মতো
অবশেষে প্রভু আমি আমার হৃদয়-মন
নিয়ে এলাম তোমায় আজি করতে সমর্পণ ।

চাই না আমি বিত্ত-বিভব, খ্যাতি, যশ ও মান
বিন্দু আমার হৃদে করো ব্যথার পরশ দান
কবুল করো তোমার মহান সত্তা-গুণের ওয়াস্তে

ভারত ভূমির শ্রেষ্ঠ ওলী ইমাম সূফীদের
বিনাশকারী কুফরী ও শির্ক জাহিলিয়াতের
মুঈনুদ্দীন আজমীরী চিস্তী খাজার ওয়াস্তে ।

چار چیزیں لے کھڑا جو نادرِ سرکار ہیں
بیکسی و ناکسی عجز و گناہ بسیار ہیں
رحم کر ہم پر الٰہی اولیاءؑ کے واسطے

دِل میرے کو مخزنِ عرفاں معارف دے بنا
کھولدے لاہوت کا در اے میرے مشکل کشا
ذاتِ بحتِ لم یزل مشکل کشا کیواسطے

حرفِ دوئی دے مٹا کر یکدلی مجھکو عطا
حسرتِ دِل دے مٹا دیدار سے میرے خُدا
سیّدِ عبدالقادر پیرِ ھُدیٰ کیواسطے

نقشِ دوئی کو مٹا کر یکدلی مجھکو بنا
رکھ مجھے بے چین دردِ عشق اپنے میں سدا
نقشبندی موصلِ حق مقتدا کے واسطے

বাংলা উচ্চারণ

চার চিয়েঁ লে কাড়া জোঁ নাদরে ছরকার হ্যায়
বে কছী ও না কছী ইজ্‌যো গুনাহ্‌ বিছ্‌ইয়ার হ্যায়
রহম কর হামপর এলাহী আউলিয়াকে ওয়াছতে ।।
দীর মেরে মখ্‌যনে ইরফা মা'রিফ দে বানা
খোল্‌দে লাহুত্‌ কা দর আয়্‌ মেরে মশকিল কুশা
জাতে বাহ্‌তে লাম ইয়াজাল মশকিল কুশাকে ওয়াছ্‌তে ।।
হরফে দুয়ী দে মিটা কর একদিলী মুজকো আ'তা
হছরতে দীল দে মিটা দীদারছে মেরে খোদা
সায়্যিদ আব্দুল কাদির পীরে হুদাকে ওয়াছ্‌তে ।।
নক্‌শে দুয়্যী কো মিটা কর একদীলি মুজ্‌কো বানা
রাক্‌ মুজে বে-চইন দর্‌দে ইশ্‌কে আপ্‌নে মে ছদা
নক্‌শবন্দী মুসীলে হক মুকতাদাকে ওয়াস্তে ।।

কাব্য রূপান্তর

দুর্বলতা, অক্ষমতা, নিয়ে অশেষ পাপ
এই অসহায় হাজির প্রভু করো আমায় মাফ
রহম করো ইয়া ইলাহী আউলিয়াদের ওয়াস্তে

মা'রেফতের হাকীকতের দিল্‌ করো ভাণ্ডার
দাও খুলে দাও আমার তরে পাক লাহুতের দ্বার
বিপদ-তারণ চির অমর সত্তাপারে ওয়াস্তে ।

সব ব্যবধান মিটাও, হৃদে একাগ্রতা দাও
দীদার দানি এই বিরহের যন্ত্রণা ঘুচাও
সাইয়্যেদী আবদুল কাদির পীর হুদার ওয়াস্তে ।

দো-মনা ভাব মিটিয়ে আমায় করো একক মন
তোমার প্রেমে অধীর ব্যাকুল রেখো সারাক্ষণ
দিক-দিশারী সত্য সাধক নকশাবন্দীর ওয়াস্তে ।

کر منوّر نورِ عرفاں سے دِل تاریک کو
کھول دے دِل پہ میرے ہر نکتۂ باریک کو
اولیائے باصفا بدرُ الدُّجیٰ کیواسطے

؎

حضرتِ والا بہاؤالدّین اِمام صوفیاں
نور سینہ با سینہ جنکے سے ہے روشن جہاں
کاشفِ اسرار حق و حق نما کے واسطے

؎

قال ابتر حالِ ابتر سب میرے ابتر ہے کام
فضل اپنے سے تو کر دے مُلکِ دیں کا انتظام
مجھ غریب بے نوا بے آسرا کے واسطے

؎

نورِ ایماں سے گدا کو کر خدا روشن ضمیر
دِل میرے کو نورِ عرفاں سے بنا بدرِ مُنیر
اَوّلیائے باضیا شمس الضحیٰ کیواسطے

؎

বাংলা উচ্চারণ

কর মুনাওর নূরে ইরফা ছে দিলে তা-রীক্ কো
খোলদে দিলপে মেরে হর নোক্তায়ে বারীক্কো
আউলিয়ায়ে বা সফা বদরুদ্দোজা কে ওয়াছতে ।।
হযরতে ওয়ালা বাহাউদ্দিন ইমামে সূফিয়া
নূরে ছীনা বা ছীনা জিন্‌কেছে হায় রওশন জাঁহা
কাশিফে আছরারে হক্ব ও হক্বনমাকে ওয়াছ্‌তে ।।
ক্বালে আব্‌তর হালে আব্‌তর ছব মেরে আব্‌তর হায় কাম
ফজল আপ্‌নে ছে তো কর্ দে মূল্‌কে দী কা ইন্‌তেজা-ম
মুজ গরীবে বেনওয়া বে আ-ছ্‌রা কে ওয়াছতে ।।
নূরে ঈমা ছে গদাকো কর খোদা রওশন জমীর
দিল মেরে কো নূরে ইরফা ছে বানা বদরে মুনীর
আউলিয়ায়ে বা দ্বিয়া শামছুদ্দোহাকে ওয়াছতে ।।

কাব্য রূপান্তর

সূক্ষ্ম সকল রহস্য-ভেদ করো উন্মোচন
মারেফতের উজাল নূরে দিল্ করো রৌশন
পুণ্যশ্লোক পূর্ণিমা-চাঁদ আউলিয়াদের ওয়াস্তে ।

হযরতে শেখ বাহাউদ্দীন আউলিয়া সর্দার
বিশ্বভুবন আলোকিত হৃদয় নূরে যার
খোদার প্রেমের দ্বার উদ্‌ঘাটক নকশাবন্দীর ওয়াস্তে ।

মন্দ বেজায়-অবস্থা-হাল আমার কথা-কাম
তুমি সকল দ্বীনী কাজের দাও করে আঞ্জাম
সাধ্য এবং ক্ষমতাহীন এই অভাগার ওয়াস্তে ।

ঈমান-নূরে উদ্ভাসিত করো দিল্ আমার
বানাও হৃদয় মা'রেফতের চন্দ্র পূর্ণিমার
নূরের ছবি দীপ্ত রবি আউলিয়াদের ওয়াস্তে ।

صاحب تجدید دین و موقنِ علم الیقین
الف ثانی کے مجدّد مان لے تو بالیقین
احمد سرہند امام اتقیا کے واسطے

ؔ

صاحب علم لدونی مصدر عین یقین
آفتاب معرفت و حامی دینِ متین
نور منظر ساقی روز جزا کے واسطے

ؔ

جامع اسرارِ حق و قامعِ کفر وضلال
جاہد راہِ ھُدیٰ و مخزنِ حزم[1] و کمال
سیّد احمد غازی پیرِ ھدیٰ کے واسطے

ؔ

جب مروں اللہ اللہ ہو میرے وِردِ زباں
کلمۂ توحید میرے جان و دل سے ہو رواں
خاتمہ بالخیر کر خیر الوریٰ کیواسطے

ؔ

---

[1] حزم - سمجھداری۔

বাংলা উচ্চারণ

ছা-হেবে ত্জদীদে দীন ও মুওকীনে ইলমে ইয়াক্বীন
আলফে সানী কে মুজদ্দিদ মা-ন্লেতো বিল্ইয়াক্বীন
আহমদে সেরহিন্দ ইমাম আত্কিয়া কে ওয়াছতে ।।
ছাহেবে ইল্মে লেদূনী মস্দরে আইনে ইয়াক্বীন
আ-ফ্তাবে মা'রিফত ও হামিয়ে দীনে মতীন
নূরে নয্রে ছাকীয়ে রোজে জেযাকে ওয়াছতে ।।
জামি'য়ে আছরারে হক্ব ও কামি'য়ে কুফরো দ্বলাল
জাহিদে রাহে হুদা ও মখযনে হুয্ম কামাল
সায়্যিদ আহমদ গাজীয়ে পীরে হুদাকে ওয়াছতে ।।
যব মরোঁ আল্লাহু আল্লাহ্ হো মেরে যূর্দে যবা
কলমায়ে তাওহীদ মেরে জাঁন ও দীলছে হো রোওয়া
খাতিমা বাখায়ের কর খাইরুল ওয়ারা কে ওয়াছতে ।।

কাব্য রূপান্তর

অগ্রপথিক জ্ঞান-মনীষী ইল্ম ইয়াকীনের
দ্বীনের মহান সংস্কারক দোসরা সহস্রের
শায়খ আহমদ সিরহিন্দী কামিল ওলীর ওয়াস্তে ।

ইলমে লাদুন্নীয়ার সাহেব আইনুল ইয়াকীনের
মা'রেফতের সূর্য, হামী দ্বীনে মতীনের
হাশর মাঠের শাফী, সাকী দয়াল নবীর ওয়াস্তে ।

ভান্ডারী রহস্য ভেদের, কুফর গোমরাহীর
বিনাশকারী, মহাজ্ঞানী, অকুতোভয় বীর
সাইয়্যেদ আহমাদ গাজী পীরান পীরের ওয়াস্তে ।

হায়াত শেষে দেবো যখন পরপারে পাড়ি
রেখো আমার কণ্ঠে-দিলে আল্লা' আল্লা' জারী
'খাতিমা বিল খায়র' করো বিশ্বনবীর ওয়াস্তে ।

بھائی برادر کنبہ قبیلہ نا کوئی آڑے آتا ہے
مرگھٹ تک سب چلیں پر انس اکیلا جاتا ہے
با خدائی کام ہے نے نا خدا کے واسطے

ع

چاند سا مکھڑا ایسا اپنا محمد مصطفیٰ
باعثِ پیدائشِ خلق خدا ہر دوسرا
اس گھڑی کھلا خدا جنّت سرا کیواسطے

ع

پھر جواب ماصوابم سے خدا آزاد کر
دھڑکا یہ مدّت کا ہے آزاد کر تو شاد کر
ذات بے ہمتائے دائم البقا کے واسطے

ع

روزِ محشر میں خدا خیر الورٰی کا ساتھ ہو
رحمتِ عالم محمد مصطفیٰ کا ساتھ ہو
التجا تیرے سے یعقوبِ گدا کیواسطے

ع

বাংলা উচ্চারণ

ভাই বিরাদর্ কুটুম কাবীলা না কোয়ী আড়ে আ-তা হ্যায়
মর্ হট-তক সব চলে পির আন্‌ছ একেলা জা-তা হ্যায়
বা খোদায়ী কাম হ্যায় নয় না খোদা কে ওয়াছতে।।
চাঁদ ছা মক্‌ড়া পিয়া আপ্‌না মুহাম্মদ মুস্তফা
বা-ইছে পয়দা ইশে খল্‌কে খোদা হর দূ ছরা
ইছ ঘড়ী দেক্‌লা খোদা জান্নাত ছরাকে ওয়াছ্‌তে।
পির জওয়াবে বা সওয়াবম ছে খোদা আযাদ কর
দড়কা এ মদ্দত্ কা হায় আযাদ কর তো শাদ কর
যাতে বেহাম্ তায়ে দা-ইমুল বকাকে ওয়াছতে।।
রোজে মাহ্‌শরমে খোদা খায়রুল ওয়ারাকা ছাত্ হো
রহমতে আলম মুহাম্মদ মুস্তফা কা ছাত্ হো
ইলতেজা তে-রেছে ইয়াকুব গদাকে ওয়াছ্‌তে।।

কাব্য রূপান্তর

ভাই-বেরাদর খেশী কুটুম কবরগাহে রেখে
কেউ রবে না সঙ্গে চলে যাবেন একে একে
খোদাই তখন রবেন কেবল এই অভাগার ওয়াস্তে।

দয়ালনবী, নূরের ছবি চন্দ্র পূর্ণিমার
যাহার লাগি পয়দা জাহান, নাই দ্বিতীয় যাঁর
সেই বিপদে তাঁর দরশন মিলাও আমার ওয়াস্তে।

সোয়াল জবাব থেকে খোদা মুক্তি করো দান
যুগের এ যন্ত্রণা থেকে দাও গো পরিত্রাণ
হরষিত করো তোমার অমর জাতের ওয়াস্তে।

ভীষণ হাশর ময়দানেতে হে মোর পরোয়ার
সঙ্গী বানাও জগৎগুরু নবী মোস্তফার
করো কবুল এই ফরিয়াদ দীন ইয়াকুবের ওয়াস্তে।

জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ-এর
ভূমিকা

[প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত]

'নালায়ে কলন্দর'-এর বাংলা কাব্য রূপান্তর পরওয়ানা পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আনন্দিত হয়েছি। উর্দু ভাষায় রচিত এই অনুপম কাব্যগ্রন্থের হাম্‌দ, না'ত ও গীতি কবিতাগুলো উর্দু কাব্য সাহিত্য মানের দিক থেকে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। এই কাব্যের যিনি কবি, অর্থাৎ 'কলন্দর' ছদ্মনামে এই কাব্যগ্রন্থ যিনি রচনা করেছেন, তিনি দেশের আধ্যাত্মিক জগতের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। বিশেষ করে, আমাদের সিলেটের পাঠক সমাজের কাছে স্বনামখ্যাত আলিম, বুযুর্গ হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী পীর সাহেবকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়ার কিছু নেই। জৌনপুরী সিলসিলার অন্যতম মশহুর আলিম ও বুযুর্গ, বাংলা আসামের প্রখ্যাত ওলী হযরত শাহ ইয়াকুব বদরপুরী (র.)-এর খলীফা ও জামাতা ফুলতলী সাহেব যে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর অন্যতম সঙ্গী হযরত শাহ কামাল (র.)-এর উত্তরপুরুষ, এ কথাও পাঠকবৃন্দের অনেকেরই জানা আছে। পুণ্যভূমি সিলেটে হযরত শাহ জালাল (র.) এবং তাঁর ওলীবৃন্দ মানব কল্যাণে অধ্যাত্ম চেতনার যে বীজ বপন করে গেছেন, তা যুগে যুগে এই ভূমিতে ছায়া বিস্তার করেছে তাঁদেরই সুযোগ্য উত্তরপুরষগণের দ্বারা। বিশিষ্ট ওলী-এ কামিল হযরত শাহ কামাল (র.)-এর সুযোগ্য বংশধর হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী সাহেবের নাম এ প্রসঙ্গে সকলেরই মনে জাগে। উপমহাদেশে মুসলিম জাতির জীবনে হযরত শাহ জালাল (র.) এবং তাঁর ৩৬০ জন সঙ্গীর মতই আরেক মর্দে মুজাহিদ হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র.) জামানার মশহুর ওলী হয়েও তিনি শেষ পর্যন্ত বৃটিশ বিরোধী লড়াই চালিয়ে উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বাধীন জাতিসত্তার বিকাশ ঘটাতে চেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত বালাকোট প্রান্তরে শাহাদাত লাভ করেছিলেন। এই মহান বুযুর্গের খলীফা হযরত মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী (র.)। হযরত শাহ কামাল (র.)-এর সরাসরি উত্তরসূরী হওয়ায় এবং জৌনপুরী সিলসিলার বুযুর্গ হওয়ায় হযরত ফুলতলী সাহেবের মধ্যে এই উভয় ধারার আধ্যাত্মিক চেতনার আবাদ হয়েছে সম্ভব।

আমরা জানি, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর নিঃশর্ত ভালবাসা পরম নৈকট্য লাভের সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথ। আর এই পথেই ভক্তিবাদের চরম বিকাশ। এই বিকাশ আমরা লক্ষ্য করি ফুলতলী সাহেবের মধ্যে। যুক্তি-তর্ক নয়, পরিপূর্ণ সমর্পণের মধ্যে, নিঃশর্ত প্রেমময়তার মধ্যে আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.)-এর নৈকট্য অনুসন্ধান এই ধারার অন্বিষ্ট। এই পথেরই পথিক যিনি, তাঁর রচিত হাম্‌দ-নাতে যে আশিক প্রাণের আন্তরিকতায় ভরা আকাংক্ষা গভীর উচ্চারণে বাঙ্ময় হয়ে ওঠবে এটাই স্বাভাবিক। ফুলতলী সাহেবের রচিত উর্দু কাব্য নালায়ে কলন্দর-এর হামদ-না'তগুলো এই প্রক্রিয়ার অধ্যাত্ম সাধনার প্রভায় আলোকিত হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে, এই কাব্যটি যতদূর পাঠ করেছি, তাতে আমার মনে হয়েছে, উর্দু সাহিত্যের যেসব খ্যাতনামা কবি তাঁদের কাব্যকলার দ্বারা এ দেশীয় মুসলিম সমাজকে বিমুগ্ধ করেছিলেন-সেই আবিষ্ট করা সাহিত্যরস নালায়ে কলন্দরেও যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। অর্থাৎ, এই কাব্য শুধু আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.) প্রেমের অসাধারণ প্রকাশই ধরে রাখেনি; বরং এতে এক অসাধারণ কবি মনের পরিপূর্ণ কাব্যিক প্রকাশও বিধৃত রয়েছে।

নালায়ে কলন্দর-এর বাংলা কাব্য রূপান্তর করেছেন প্রথিতযশা কবি সৈয়দ শামসুল হুদা। উর্দু নালায়ে কলন্দর যেভাবে আমাদের অন্তরকে অধ্যাত্ম প্রেমে অশ্রুসিক্ত এবং কাব্যরসে আপ্লুত করে তোলে, বাংলা কাব্য রূপান্তরও তদ্রুপভাবে পাঠকদের অন্তরকে বিমুগ্ধ করতে পারবে বলে মনে করি। হযরত ফুলতলী সাহেবের উর্দু কাব্যটি বাংলায় রূপান্তরিত করে প্রকাশ করার এই মহতী প্রচেষ্টা সফল হোক এবং পীর সাহেবের অধ্যাত্ম-কাব্য চেতনার সাথে পাঠক সমাজের পরিচয় গভীর হোক এবং আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.) প্রেমে তাদের হৃদয় আলোকিত হোক-মহান আল্লাহর দরবারে এই কামনা করি।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ
জাতীয় অধ্যাপক

চামেলী
৩২৫/২, পূর্ব রামপুরা
টিভি রোড, ঢাকা-১২১৯

বাংলার রূমী

[হযরত ফুলতলী ছাহেবকে নিবেদিত]

সৈয়দ শামসুল হুদা

তোমার কবিতা পড়ি কবি কলন্দর
আলোর দোলায় দোলে সারা অন্তর।

ঝরো ঝরো ধারে ঝরে জান্নাতী ফুল
জাগায় জীবনাতীত স্বপ্ন আকুল।

প্রতিটি অক্ষর তার অনুরাগ ঝরা
প্রিয় নবীজীর প্রেমে পাগল করা।

বিমোহিত অনুভবে খোদার দীদার
বাড়ায় চাতক তৃষা মরু সাহারার।

বিরহের আরশিতে জীবনের তীরে
মিলনের খেয়াখানি দেখি এসে ভিড়ে।
দেখি চেয়ে উন্মুখ সাতটি আকাশ
বিগলিত আঁখিজলে কী দিব্য প্রকাশ!
ভাষার আড়াল ভেঙে দেখি চেয়ে তুমি
প্রেমিক জনের প্রিয় 'বাংলার রূমী'।

পরওয়ানা পাবলিকেশন্স